সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং. ৬০

সারদা-মঙ্গল

বা

অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী

৺মুক্তারাম সেন-বিরচিত

—— •:0:• ——

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
সম্পূর্ণ ব্যয়ে

কলিকাতা, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৪

মূল্য— { সাধারণের পক্ষে—৸০
শাখা-সভার সদস্যপক্ষে— ৷৷৶০
সদস্য পক্ষে—৷৷০

ভূমিকা

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বহুল কাব্যকেই বহুল কবির যুগান্তব্যাপী সাধনার ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে মানিয়া লইবার উপায় নাই। একই বিষয় বা কাব্যের রচনায় কবির পর কবি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,—এক জনের অঙ্কিত চিত্রের উপর আর একজনে রঙ্ ফলাইয়াছেন;—বহু যুগের চেষ্টার পর তবেই সেই ছবিখানি সমুজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের এই বিশেষ লক্ষণের সহিত আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা নিবিড় যোগ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডী-কাব্যের আদি লেখক কে, অদ্যাপি বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। "চৈত্রমাহাত্ম্য" নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত চণ্ডী-কাব্য আমার হস্তগত হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥"

ইহা হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

মাননীয় দীনেশ বাবু দ্বিজ জনার্দ্দন নামক জনৈক কবির রচিত অতি প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে, চণ্ডীর উপাখ্যান বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষুদ্র ছড়া বা ব্রতকথারূপে প্রচলিত ছিল এবং সেই ছড়া বা ব্রতকথাই পরে বৃহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এরূপ কোন মূল ছড়া বা ব্রতকথা অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্যমে যাহা কিছু ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর হস্তে পড়িয়া তাহা কেবল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন নহে, কাব্যাংশে তাহা চরম উৎকর্ষও লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের বন্দনা-পত্রে লিখিয়াছেন, "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।" ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরামের চণ্ডী অবলম্বন করিয়াই

তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫০১ শকে বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

কবিকঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ ব্যতীত আরও একজন কবি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই কবি আমাদের সমালোচ্য "সারদামঙ্গলে"র রচয়িতা কবি মুক্তারাম সেন।

কাব্যের নাম।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি দৃষ্টে এই কাব্যের প্রকৃত নাম "অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঞ্চালী" বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কবির বংশধরগণ বলেন, ইহার আর এক নাম "সারদা-মঙ্গল" ছিল বলিয়া তাঁহারা শুনিয়া আসিতেছেন। "শুন শুন সর্ব্বলোক সারদা-মঙ্গল। একচিত্ত হইয়া শুন না হইয় চঞ্চল॥" পুথির এই পদেও ইহার ঐরূপ নাম থাকার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এই কাব্যের দুইখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন পাণ্ডুলিপিই সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ২য় পুথিখানির প্রতিলিপির তারিখ ১১৭৪ মঘী সন, ১০ই ভাদ্র। তন্মতে এই পুথির বয়স (১২৭৮—১১৭৪=) ১০৪ বৎসর।

কবির জ্ঞাতিবংশীয় ডাক্তার কানাইলাল সেন মহাশয়ের নিকট পুথিখানির একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক চেষ্টার পরও পুথিখানি তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

কবির নাম ও বংশ-পরিচয়।

এই পুথির রচয়িতার নাম মুক্তারাম সেন। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সেন-বংশে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি আত্ম-পরিচয় স্থলে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥"

তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥
মহাসিংহ* নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকরী ॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম্‌।
তেন মত প্রতি বৈদ্য (?) লালা নন্দরাম † ॥
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম।
বন্দহু জনমভূমি দেবগ্রাম ‡ নাম ॥

---

* মহাসিংহ সাধারণতঃ "দেওয়ান মহাসিংহ" নামে আখ্যাত। তিনি মোগলআমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল ১১৬০—১১৬৫ বাঙ্গালা বা ১৭৫৪—১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। কথিত আছে, তিনি হাজারীদিগের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়াছিলেন। হাজারীগণ তখন চট্টগ্রামে সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতাশালী ছিলেন। দশহাজারীর মধ্যে আট জনকে তিনি নানাবিধ স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া সীতাকুণ্ডে লইয়া যান। (সীতাকুণ্ড তখন তাঁহার রাজধানী ছিল।) তৎপর তিনি তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে চালান দেন। অবশিষ্ট দুই হাজারীর বংশধরগণ এখনও "দোহাজারী" নামক স্থানে বসতি করিতেছেন। ইহার পর মহাসিংহ অনেক জমি লাখেরাজ (নিষ্কর) দান করেন। চট্টগ্রামের অধিকাংশ লাখেরাজ জমি তাঁহারই প্রদত্ত। ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে তিনি বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বড় বেশী দিন হয় নাই, তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। (Cotton's Revenue History of Chittagang)।

সুপ্রসিদ্ধ হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুরের রচিত "তওয়ারিখী হামিদী" নামক চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাসে দেখা যায়, দেওয়ান মহাসিংহ চট্টগ্রামের তদানীন্তন নায়েব নবাব মীর আফজলের (১৭৪১-৪৩ খ্রীঃ অব্দ) ও নবাব হাছন কুলী খাঁর (১৭৪৩-৫১ খ্রীঃ অব্দ) আমলে তাঁহাদের দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি স্বয়ংই নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭৫৩-৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম শাসন করেন। তিনি নবাব মহব্বতজঙ্গ আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে এক বৎসর, নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে এক বৎসর এবং নবাব জাফর খাঁর (মীর জাফরের) আমলে এক বৎসর দশ মাস নায়েবী করেন।

† ইনি সম্ভবতঃ দেওয়ান মহাসিংহের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

‡ দেবগ্রাম—একটা চাকলার নাম। ঐ নামের কোন গ্রাম এখন নাই। দেবগ্রাম বলিতে পূর্ব্বে 'আনোয়ারা' গ্রামকেও বুঝাইত। নবাবী আমল হইতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত রাজসরকারে ঐ নাম প্রচলিত ছিল। তৎপরিবর্ত্তে এখন 'আনোয়ারা' নাম ব্যবহৃত হইতেছে। রাজদপ্তর হইতে উঠিয়া গেলেও লোকমুখে আজও "দেয়াঙ্‌" ("দেবগ্রামের" অপভ্রংশ) নাম প্রচলিত রহিয়াছে। আনোয়ার খাঁ নামধেয় জনৈক মুসলমানের নামানুসারে 'আনোয়ারা' নামের উৎপত্তি। 'আনোয়ারা' বলিতে এখন গ্রাম ও চাকলা

আদ্য গোত্র আদ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অর্জ্জুন গার্গব * বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্যা চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী-পদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ-কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী॥
পতি সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্তে মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানীগুণ মনে ছিল আশা।
অতএব মাএ মোরে না হইঅ নৈরাশা॥

কবির বংশ চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈদ্যবংশের মধ্যে একতম। অনেক কীর্ত্তিমান্ পুরুষ আবির্ভূত হইয়া এই বংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও এই বংশ কতকটা সম্পন্ন অবস্থায় বিদ্যমান।

উত্তরই বুঝাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মুসলমানের স্থাপিত হইলেও আনোয়ারা গ্রামে এখন এক ঘর মুসলমানেরও বসতি নাই। পূর্ব্বে এখানে একটা মুন্সেফী ছিল। তাহা অধুনা পটীয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

* কবির জ্ঞাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, এ স্থলে 'গার্গব' না হইয়া 'আঙ্গিরস' হইলেই ঠিক হইত। তাঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত নামই প্রচলিত আছে।

কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানসে এ স্থলে তাঁহার বংশপত্রিকা প্রদান করিয়া কবির জ্ঞাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়-প্রদত্ত বিবরণী হইতে আমরা তৎসম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

এই বংশ সম্বন্ধে যে সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই,—

"শাকে চৈব বিয়দ্বেদবাণচন্দ্রমিতে পুরা।
আত্মগোত্রোদ্ভবো পঞ্চপ্রবরো বৈদ্যসত্তমঃ॥
শ্রীযুক্ত যাদবো রায়ঃ শম্ভুদর্শনকাম্যয়া।
সার্দ্ধং শ্রীমন্তভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥
যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়াগ্রামতঃ খলু।

আনোয়ারার আত্মগোত্র সেন-বংশের বংশপত্রিকা
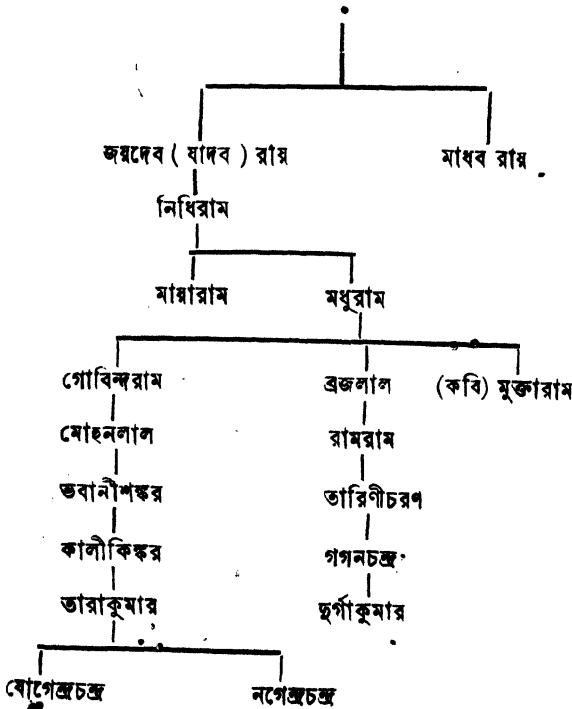
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ ॥
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোঽসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ ॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৪০ শকাব্দ, ফাল্গুন মাসে পঞ্চপ্রবরী বৈদ্য-বংশসম্ভূত যাদব রায় আপন সহোদর ভ্রাতা মাধব রায়, কুলপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীমন্তরাম ভাণ্ডারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে আদিম বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তঃপাতী "কালিয়া" গ্রাম হইতে তীর্থ পর্য্যটনোপলক্ষে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডচন্দ্রশেখরে স্বয়ম্ভূনাথ দর্শনে সমাগত হইয়াছিলেন।*

কথিত আছে, সেই সময়ে দেবগ্রাম (বর্ত্তমান আনোয়ারা) নিবাসী রায় রমণচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবলপ্রতাপশালী ব্যক্তিও সপরিবারে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সূত্রে যাদব ও মাধব রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় সঙ্ঘটিত হয়। যাদব রায়কে বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপে গুণে সর্ব্বাংশে যোগ্য দেখিয়া রমণচাঁদ চৌধুরী তাঁহাকে আপন কন্যা সম্প্রদান করত গৃহজামাতৃরূপে গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হয়েন। সেই প্রয়াসের ফলে সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তদীয় কন্যা অলকাসুন্দরীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাদব রায় সভ্রাতৃক দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করেন। এখানে রমণচাঁদের দিঘীর পূর্ব্বপাড়ে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

তথায় কিছু কাল বাসের পর যাদব ও মাধব রায় জানিতে পারেন যে, রমণচাঁদ চৌধুরী বৈদ্যবংশীয় নহেন, কিন্তু কাশ্যপগোত্রীয় 'আইচ দাস' আখ্যাত কায়স্থবংশীয়। ইহাতে মাধব রায় ক্ষোভে ও রোষে একবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং আপন ভ্রাতৃজায়া অলকাসুন্দরীকে বিষপ্রয়োগে বধ করিয়া একদা নিশীথে তথা হইতে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ যথাসময়ে এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া এক দিবসের মধ্যেই বহু লোক নিযুক্ত করত তিনি আপনার নিহতা কন্যার নামে এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলেন। এই পুষ্করিণী অদ্যাপি "আউচের ঝির (কন্যার) পুনী" নামে আখ্যাত।

* এ স্থলে কবির উক্তির সহিত এ সকল কথার মিল নাই। কবির মতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজসঙ্গী হইয়া রাঢ় হইতে দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করিয়াছিলেন।

ইহার পর রমণচাঁদ চৌধুরী জামাতা যাদব রায়কে পটীয়া থানার অন্তর্গত ভাটীখাইন গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কন্দর্প রায় মজুমদারের কন্যা কনকমঞ্জরীকে বিবাহ করান। এই বিবাহের ফলেই কবির পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়। ইঁহার এক বৃহৎ ডিঘী বাড়ীর সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়া আজও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আনোয়ারার বর্ত্তমান সেনবংশ ইঁহারই বংশসম্ভূত।

নিধিরাম দুই বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি পটীয়া থানার অন্তর্গত বরমা গ্রামবাসী বৈশ্বানর-গোত্রীয় সেনবংশজ বিহারীলাল সেনের ভগ্নীকে এবং পরে পরৈকোড়াস্থিত সালঙ্কায়নগোত্রীয় কানুনগো-বংশজ রায় রাজবল্লভ কানুনগোর পিসিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম ৪ জন প্রথমা স্ত্রীর ও শেষোক্ত ২ জন দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত বলিয়া কথিত।

নিধিরামের প্রথম পুত্র মায়ারামের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তাঁহার বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রম্ভা নাম্নী একমাত্র কন্যা ছিল। মায়ারামের নামে এক পুষ্করিণী ও জাঙ্গাল আছে। রম্ভা আপন মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ নিধিরামের ডিঘীর পশ্চিম দিকে এক ডিঘী খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি "রম্ভার মার ডিঘী" নামে পরিচিত।

নিধিরামের ২য় পুত্র মধুরাম সেন পরম ভক্ত সাধু পুরুষ ছিলেন। একটি পুষ্করিণী আজও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি ভরদ্বাজবংশীয় দয়ারাম দাসের ভ্রাতা মাণিক রায়ের কন্যা সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কবি মুক্তারামের নিজের উক্তিতেই প্রকাশ, তিনি (মধুরামের স্ত্রী) সহমৃতা হইয়াছিলেন। এই বিদুষী রমণী রত্নগর্ভা ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে গোবিন্দরাম, ব্রজলাল ও কবি মুক্তারাম জন্মলাভ করেন।

প্রাগুক্ত গোবিন্দরামের পুত্র মোহনলালের নামে এক তরফ আছে। মোহনলালের বংশধর শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র সেন এখন বি এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন।

কবি মুক্তারাম সেনের মধ্যমাগ্রজ ব্রজলাল সেন একজন মহাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একদা অমাবস্যার গভীর নিশীথে শবসাধনা করিতে যাইয়া তিনি জীবন হারাইয়াছিলেন। তদীয় জননী স্বপ্নযোগে পুত্রের এবম্বিধ অপমৃত্যুর কথা

জানিতে পারিয়া শ্মশানের জ্বলন্ত চিতানলে ঝম্প প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তাঁহার নামেও এক তরফ আছে। তিনি কবিত্বশক্তিসম্পন্নও ছিলেন। তাঁহার রচিত "চণ্ডীমঙ্গল" নামক গ্রন্থের * কয়েকটি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে।

কবি মুক্তারাম সেন আদ্যাশক্তির বরপুত্র ছিলেন বলিয়া লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে। লোকে বলে, আদ্যাশক্তিকে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিলিপ্ত ভাবেই সংসারে অবস্থিতি করিতেন। নানা তীর্থপর্য্যটন ও সাধু-সেবা করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ছিল। তিনি কামিনী-সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করায় তাঁহার স্ববংশে বাতি দিবার কেহ বর্ত্তমান নাই। অতঃপর এই 'সারদামঙ্গল' মাত্র তাঁহার বিলুপ্ত স্মৃতি জাগরূক করিয়া তুলিবে।

কবির জ্ঞাতিবংশীয়দের মধ্যে অনেক ধার্ম্মিক ও দেব-দ্বিজভক্ত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাবলম্বী, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন এবং অনেকের নামেই রাজ-সরকারে তরফ সৃষ্ট হইয়াছিল। রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও দিঘী পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কর্ম্ম করাইয়াও অনেকে প্রসিদ্ধি এবং পুণ্য উভয়ই অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ ইংরেজীতে যাদব রায় দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের এ দেশে আগমন ২৯৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে এ সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-রাজের শাসনাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, মগসর্দ্দার মটুক (বা মুকুট) রায় আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী-সম্রাটের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নবাব ইস্‌লাম খাঁ মাসহাদীর হস্তে চট্টগ্রামের শাসনভার সমর্পণ করেন। তৎপূর্ব্বে মোগলগণ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজশক্তি তখন বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

* মৎপ্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" ১৫১ সংখ্যক পুথিতে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কবি মুক্তারাম যাদব রায় হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। প্রতি পুরুষে গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে কবির পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষে আনুমানিক ৯০ বৎসর হয়। এখন আমরা অনুমান করিতে পারি, ১৫৪০+৯০=১৬৩০ শকাব্দ (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে বা পরে মুক্তারাম সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে তিনি ২০৮ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়।

কবির আবির্ভাব-কাল।

"সারদামঙ্গলে"র দুই স্থলে উহার রচনা-কালজ্ঞাপক একটা পদ আছে। সেই পদটি এই,—

গ্রন্থের রচনাকাল।

"গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী॥"

ইহা দ্বারা জানা যায়, ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে "সারদামঙ্গল" বিরচিত হয়।* গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া কবি দেওয়ান মহাসিংহ চট্টগ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহাসিংহ ১৭৪১—৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের দেওয়ান ও ১৭৫৩—৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহার নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা কবির জন্মকাল ১৬৩০ শকাব্দ (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া অনুমান করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বলিতে হইবে, গ্রন্থরচনার সময় কবির বয়স ৩৯ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

গ্রন্থের তিন স্থানে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি ভণিতায় "হরিলাল" নামক অপর এক কবির নাম পাওয়া যাইতেছে,—

কবি হরিলাল কে?

(১) কালীপদ-নখ-চন্দ্র যুগল সহায়ে।
হরিলাল মুক্তারাম নাম রাখ মায়ে॥ ৫৭৭ পদ।

(২) শ্যামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।

---

* এ স্থলে 'কাল' শব্দের মান ৩ বা ৪ ধরিলে ১৩৬৯ বা ১৪৬৯ শকাব্দ পাওয়া যায় এবং তাহা হইলে গ্রন্থের রচনা-কালও ৪৬৯ বা ৩৬৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু সেরূপ করিতে গেলে কবির বংশ-তালিকা দৃষ্টে যে সময় অনুমান করা যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। সুতরাং এ স্থলে 'কাল' শব্দের ঐ মান নির্দ্দেশ করা যায় না। এ জন্য উহার মান ৬ ধরিয়া গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৬৯ শকাব্দ বলিয়া অবধারিত করা গেল।

তছু পদধূলি মাগে সেন হরিলালে ॥—৫৯০ পদ।

(৩) অবে তুহ্মি আহ্ম সবের বিহর বিভাগে।

ভবে নিত্য চিত্তসুখ হরিলালে গাবে ॥—৬০২ পদ।

কবির বংশ-তালিকায় হরিলাল নামক কোন ব্যক্তির নাম দেখা যায় না। সুতরাং তাহা দ্বারা মুক্তারাম ও হরিলালের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের উপায় নাই। কবির বংশধরগণের মধ্যেও এ বিষয়ে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। মুক্তারামের অপর নাম হরিলাল ছিল বলিয়াও জানা যাইতেছে না। পুথিখানি বরমা-নিবাসী রাধামোহন সেনের হস্ত-লিখিত। তাঁহা দ্বারা এই নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ করিবারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অগত্যা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির স্বভাব-সুলভ এই দুর্ভেদ্য রহস্য-জাল-ভেদে এ স্থলে অক্ষমতা স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না।

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে মাধবাচার্য্যের 'জাগরণ' (চণ্ডীকাব্য) খুবই প্রচলিত। কবিকঙ্কণ-রচিত চণ্ডীকাব্য এ দেশে একবারে অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত লোকে ভিন্ন অপরে তাহার নামও জানে কি না, সন্দেহ। ইহাতে মনে হয়, এ দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে মাধবাচার্য্যের 'জাগরণে'র এ প্রতিষ্ঠা কখন্ হইতে হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব। তা যে কাল হইতেই হউক না কেন, মুক্তারাম সেন তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময় মাধবের বা কবিকঙ্কণের রচিত গ্রন্থের কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ বা নিদর্শন "সারদামঙ্গলে" পাওয়া যায় না। আগেই বলিয়াছি, চণ্ডীর উপাখ্যান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। সেরূপ কোন আখ্যান অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য ও বলরাম আপনাদের গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যগুলি বিস্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ; পক্ষান্তরে মুক্তারামের গ্রন্থখানি আদিম যুগের রচনার ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে গঠিত। এ জন্য আমাদের মনে হয়, কবি মুক্তারামও তৎকালপ্রচলিত আখ্যানকে মূল করিয়া স্বাধীন ভাবেই তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এই কারণে তিনিও কতকটা মৌলিকত্বের দাবি করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী।

রচনার মৌলিকতা।

"সারদা-মঙ্গল" মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের গ্রন্থের পরবর্ত্তী কালের রচনা। উক্ত কবিদ্বয়ের গ্রন্থগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ইহার সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইবে কি না, সন্দেহ। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যগুলির কথা বিস্মৃত হইয়া ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিবেন, ইহা একেবারে অসুন্দর নহে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

এই পুঁথির ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। দুই একটি স্থানের অর্থবোধে কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্য প্রতিলিপিকারকই প্রধানতঃ দায়ী। ইহাতে বিশেষ প্রাচীন বা অপ্রচলিত দুরূহ শব্দাদির প্রয়োগ বড় বেশী নাই। যে সকল শব্দ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ পরিশিষ্ট-ভাগে তাহাদের অর্থাদি প্রদত্ত হইল। এ স্থলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুথিখানি মধ্যে কতকটা খণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় রসবোধের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা।

উপসংহারে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র আনোয়ারা-বাসী শ্রীমান্ সারদাচরণ চৌধুরী পুথির পাণ্ডুলিপি দুইখানি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় আজ এই পুথি সাধারণ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমি মাননীয় দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে কতকটা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। কবি মুক্তারামের জ্ঞাতি-বংশীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহাদের বংশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কালসাগরে নিমজ্জমান এই পুথির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এ জন্য পরিষৎকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে হয়।

চট্টগ্রাম।
২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৩।

আবদুল করিম।

সারদা-মঙ্গল

বা

অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী
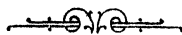
এক দন্ত মহাকায় যোগাসন সদাএ
চারি ভুজ গজেন্দ্রবদন।

* * *

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ অতিশয় সর্ব্ব রঙ্গ
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে মত্ত হইয়া মধু তরে
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে॥
ঘটেতে আসিয়া বিঘ্ন সব নাশিয়া
কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে জেবা মহিমা জানিবে কেবা
মুক্তারাম সেনের প্রণতি॥

লাচাড়ি।

একার্ণব ছিল ক্ষিতি না আছিল দিবারাত্রি
ইচ্ছা কৈল ব্রহ্মা নিরঞ্জন।
প্রকৃতি পুরুষ অংশে কেলি করে দুই হংসে
এড়ে ডিম্ব সুবর্ণবরণ॥

কারণ্য জলেতে অণ্ড ভাসি হইল তিন খণ্ড
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রচিয়া।
ভাবি প্রভু সত্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
নিজ অংশে রাখে নিরমিয়া * ॥

* * *

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণে।
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া তিন গুণে বিভর্জ্জিয়া
সৃষ্টি কর্ম্ম করন্ত আপনে॥
রজগুণে সৃজে জগ সত্বগুণে পালে তথ
তমগুণে সংহারে লীলায়ে।
ভরসা ভবানী নাম কহে সেন মুক্তারাম
জগ ইতি ঈশ্বরের ইচ্ছাএ॥

রাগ মায়ূর।

ঘটে আইস তুয়া গুণ গাই।
সকল অভীষ্ট স্থান বেদে কহে পরিমাণ
কমল আসনে রস পাই॥
সদয় হও একবার সঙ্গে সহ পরিবার
স্বগুণে বিলম্ব না জুয়াএ।
বরণ কলপ শাখা পল্লব অমিয়া মাখা
সেবক আসরে সমুদায়ে॥
তুমি আদ্যা নারায়ণী নারায়ণ পরায়ণী
তুয়া অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ।
গৌরী জহ্নুসুতা সতী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী
সৃষ্টি কর্ম্ম দেখি মাত্র ভিন্ন॥ ১০

---

* অতঃপর ২য় পত্র নাই।

অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী

করপুটে কহি শুন   কেহ পুন নহে উন
কেবল বিমল আরাধনে।
খেনে গৌর খেনে শ্যাম   আমন্ত্রিছে মুক্তারাম
মানস-রতন-সিংহাসনে ॥

রাগ সঙ্গীত ভাকা

ঘোষা।

তেহি ত্রাতা তা দেবি জয় দেবি দাতা।[১]
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা ॥ ধুয়া ॥
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ[২] বিষয়ে।
জার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে ॥
নমহু চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
জে করে তোমারে পূজা খণ্ডাও দুর্গতি ॥
শুন শুন সর্ব্ব লোক সারদামঙ্গল।
একচিত্ত হইয়া শুন না হইহ্ন চঞ্চল ॥   ১৫
অষ্টমঙ্গলার ব্রতের কহি আদি সূত্র।
বর পাইল মঙ্গল নামে অসুরের পুত্র ॥
অমরবিজয়ী হইয়া রাজছত্র ধরে।
পত্নী হরে দেবরাজ পরাভব করে[৩] ॥
দেবীপদে কান্দে ইন্দ্র হইয়া ভয়াতুর।
লীলাএ বধিলা মাতা মঙ্গল অসুর ॥
হেনহি মঙ্গলচণ্ডী খেয়াতি বিস্তার।
প্রথমে পূজিল ইন্দ্র পাইয়া নিস্তার ॥

১। তেহি ত্রাতা ত্রাতা দেবি জয়দাতা—২য় পুথি।
২। "ভাবিএ" স্থলে "স্মরিয়ে"— ঐ।
৩। মুনিপত্নী হরে দেব পরাভব করে— ঐ।

ভয়াকুল হইল ইন্দ্র হরি গুরুজায়া[১]।
দেবীর প্রসাদে পাইল সহস্রাক্ষ কায়া ॥ ২০
পঞ্চ কন্যা দিয়া পূজে অমৃত অর্পিয়া[২]।
আনন্দে রহিলা শক্র সারদা তর্পিয়া ॥
কংস নদীতটে আদ্য পূজিল রাজাএ।
সাক্ষাত হইয়া বর দিলেন মহামাএ ॥
বন হোতে পশুগণ পালিলা দ্বিতীয়ে[৩]।
ধন পাইয়া কালকেতু পালিলা তৃতীয়ে[৪] ॥
ছাগল হারাইআ দুঃখ পাইআ প্রচুর।
চতুর্থে খুল্লনাএ পূজি দুঃখ গেল দূর ॥
মকরাএ ভয় পাইআ সাধু শ্রীয়পতি।
ত্রাণ পাইয়া পঞ্চমেত পূজে ভগবতী ॥ ২৫
মশানে ষষ্ঠেত কৈল মানসিক পূজা।
রাখিলা জীবন তার দেবী দশভুজা ॥
রাজাএ দেখিল রক্তে অরবিন্দ বন।
পূজা কৈলা সপ্তমে জিয়াইল সৈন্যগণ ॥
পিরীতি পূর্ব্বকে রাজা কৈল কন্যাদান[৫]।
পিতা পুত্র চৌদ্দ ডিঙ্গা দেশেতে পয়ান ॥
ব্যাধি খণ্ডাইলা সাধুর অষ্টম অর্চ্চনে।
কৈলাসে করাইলা বাস লইয়া ছয় জনে ॥
জেই জনে শুনে অষ্টমঙ্গলার গীত।
ব্যাধি জনের ব্যাধি খণ্ডে পূরে মনোরিত ॥ ৩০

১। ভগাঙ্গ হইল ইন্দ্র হরি গুরুজায়া—২য় পুথি।
আদর্শ পুথিতে 'গুরুজায়া' স্থলে 'ইন্দ্রজায়া' লিখিত আছে।
২। "অর্পিয়া" স্থলে "অর্চ্চিয়া"— ঐ।
৩। ভয় হোতে পশুগণ পালিলা লীলায়ে— ঐ।
৪। ধন পাইয়া কালকেতু তৃতীয়ে অর্চ্চয়ে—ঐ।
৫। "কৈল কন্যাদান" স্থলে "কন্যা কৈল দান"—ঐ।

জথা তথা ত্রাণ করি খণ্ডাও অজ্ঞান।
তুআ পদে নায়কেরে করাও সৎ জ্ঞান[১] ॥
পশু হেতু কালকেতু ধনরাশি লভে।
ভাবে মুক্তারামে কবে তাপ নাশ হবে ॥
গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিআ ভবানী ॥

ঘোষা।

অভীষ্ট পুরাও অষ্টমঙ্গলা জননি।
তোমার চরণ বন্দোম্ লোটাইআ অবনী ॥
আদি শকতি ইত্যাদি ॥
অতি পূর্ব্বে বন্দোম্ আদি নিরঞ্জন সার।
সত্ত্ব রজ তম তিন সৃজন জাহার ॥ ৩৫
পুটাঞ্জলি হইয়া বন্দোম হরিহর দাতা (ধাতা ?)।
তিন গুণে তিন শক্তি সৃষ্ট (সুখ ?) মোক্ষ ধাতা (দাতা ?) ॥
দশ অবতার বন্দোম্ ক্ষিতির পালনে।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ দেহ হইলা আপনে ॥
নারসিংহ বামন ত্রিপদ অবতার।
ক্ষেত্রির নিধনে জমদগ্নির কুমার ॥
দশানন বধ লাগি রাম দাশরথি।
নিবধ মারিআ তুমি তুসিলা রেবতী ॥
সংসার মোহিতে বৌদ্ধ কল্কি রূপসিয়া (রূপ হৈয়া ?)।
গুরুগণ সিদ্ধাগণ পদে প্রণমিআ ॥ ৪০

১। "সৎজ্ঞান" স্থলে "সজ্ঞান"—২য় পুথি।

প্রণমোহ সাবিত্রী কমলা বিষ্ণুজায়া।
গণেশ-জননী বন্দোম্ লোমাঞ্চিত কায়া॥
দিক্‌পাল আদি বন্দো বন্দো দিনপতি।
ধবল-বরণী বন্দো দেবী সরস্বতী॥
মোর কণ্ঠে করহ বসতি অবতার।
জড়ত্ব নাশিআ পদ করাও সঞ্চার॥
সুরেশ্বরী-চরণেত মোর পরিহার।
বিষ্ণু-প্রেমানন্দ-রসে জনম জাহার॥
চাটেশ্বরী রাজ্যে বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥ ৪৫
এক দণ্ডের (কুণ্ডের ?) জল অগ্নি আছে সমর্পিতে।
দুষ্কৃত জনের অঙ্গ-কলুষ দহিতে॥
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
জথ জথ তীর্থ তাতে সীমা নাহি আর।
তথ তথ একবারে কৈলুম নমস্কার॥
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিগণ প্রতিকারী॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম।
তেনমত প্রতি জৈজ (?) লালা নন্দরাম॥ ৫০
চাটীগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
বন্দহ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আগু গোত্র আগু সেন তেজকে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আগু অত্রি অর্জ্জুন গার্গব বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥

তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিআ॥ ৫৫
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানীপদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী॥
পত্নী (পতি ?) সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানীগুণ মনে ছিল আশা।
অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশা॥
তীর্থ আদি বন্দিআ গুরুর বন্দম পাএ।
জনক-জননী বন্দোম্ লোটাইআ ধূলাএ॥
দেবীর চরণে মোর সহস্র প্রণতি।
রাগভঙ্গ তালভঙ্গ না হইয় সম্প্রতি॥
গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

রাগ তুড়ি বসন্ত॥ চৌতালি।

সুর-নদীধারা বহে হিমাচল পুরে।
সেই তটে তপ করে মঙ্গল অসুরে॥ ৬৫
ষট্‌ঋতু সমান পবন মন্দগতি।
নিশি দিশি তপ করে নাই অন্তমতি॥

কঠোর তপস্যা দেখি দ্বাদশ বৎসর।
বর দিতে সদাশিব হইলা গোচর॥
সেবকবৎসল শিবে বলিলা বচন।
সকলি পাইবে কহ নিজ প্রয়োজন॥
মঙ্গল অসুরে বোলে শুন মহাদেবা।
ইন্দ্রপদ লাগি তুআ করিতেছি সেবা॥
ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিখণ্ডে জথ পুরুষ পদ্ধতি।
সমরে সামর্থ না হউক আমার সংগতি॥ ১০
এবমস্তু বলি দেব কৈলাসেতে জাএ।
শুনিয়া অমরগণে চৌদিগে পলাএ॥
সুমেরু পর্ব্বতে দৈত্য করিলা গমন।
অমর নগরে কৈলা দেব আমন্ত্রণ॥
গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ঘোষা।

অহে শিব, সম্ভুরে হরে।
শিব শিব স্মর মনে জে হরে রে হরে॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
সাবধান হৈয়া লোক শুন রে বচন।
চণ্ডিকা ব্রতের আদি সূত্র বিবরণ॥ ১৫
মঙ্গল অসুরে যদি ইন্দ্রত্ব পাইল।
যুদ্ধে হারি সুরপতি সত্বরে ধাইল॥
ব্রহ্মাকে কহিল ইন্দ্র জথ বিবরণ।

শিবপুরে ব্রহ্মা ইন্দ্র করিল গমন ॥
শিবেরে কহন্তি দেব কাকুতি করিয়া ।
অসুরেরে দিলা রাজ্য আমারে না দিআ ॥
নানা মতে দুর্গতি করএ দেবতারে ।
মনিষ্যের ভেসে পলাই নামিল সংসারে ॥
অসুর বধিআ প্রভু ঘুচাও জঞ্জাল ।
শিবে বোলেন জাও দেব কৈলাসে তৎকাল ॥ ৮০
তা শুনিআ দেবগণ চলেন শীঘ্রগতি ।
দুর্গার চরণে পড়ি করন্তি মিনতি ॥
অমর স্তবনে দেবী প্রসন্ন হইলা ।
অসুর বধিতে দেবী তখনে সাজিলা ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আদি কুমারী উরিলা ।
বারাহী চামুণ্ডা মাতা চীৎকার পূরিলা ॥
মাহেশ্বরী আদি চলে কিনি কিনি রাও ।
ভণে মুক্তারাম সেনে রণে রোষে যাও ॥

ঘোষা ।

গীত খর্ব্ব ছন্দ ।

জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি বাজত হে ।
ঝলকত অভরণ চমকিত চন্দন
চম্পক উরসে জেত হে ॥ ৮৫

আদি শকতি ইত্যাদি ।

দুর্গার কটক সাজে দানবনিকর ।
বেড়িল অসুরপুরী সুমেরুশিখর ॥
চোকিআল বাক্য রাজা না করি বিচার ।
সৈন্যগণ লৈআ সাজে যুদ্ধ করিবার ॥
বিচিত্র বিমানে রাজা করি আরোহণ ।
অস্ত্রে অস্ত্রে দুই সৈন্যে হইল ঘোর রণ ॥

জল হানি ব্রহ্মাণীএ করেন ভস্মক্কার।
নখদন্তে নারসিংহে করন্তি বিদার॥
বারাহী দশনে হানে মাহেশ্বরী শূল।
চক্র হানি ব্রহ্মাণীএ করন্তি নির্ম্মূল॥ ৯০
তাহা দেখি মঙ্গল দৈত্য ধাএ ক্রোধমতি।
তার সঙ্গে জুঝেন আপনে ভগবতী॥
গদাযুদ্ধে আছিল পৃথিবী টলমল।
দেবী-খড়্গে মুণ্ড কাটি পড়ে ভূমিতল॥
দনুজমঙ্গল পড়ে দেব হরসিত।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম হইল ঘোষিত॥
দেবী পূজা করে শক্র নানা উপহারে।
প্রসন্ন হইআ মাতা সদয় তাহারে॥
যদিবা সঙ্কট দেখ স্মরিঅ তখন।
এ বলিআ কৈলাসেতে দুর্গার গমন॥ ৯৫
গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে॥
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ঘোষা।

নিশ্চয়ে দুর্গানাম শমন-ঔষধি।
নিশি দিশি একবার মনে জপ যদি॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
এক দিন দুঃখ চিন ঘটে দেবরাজে।
ঐরাবতে নগরেত ফিরএ বিরাজে॥
গুরুজায়া অতিশয়া সুন্দরী যুবতী।
মুনিবেশে দেবে আসি ভুঞ্জএ ছুরতি॥
ধ্যান করে মুনিবরে জানিলা সত্বর।
স্বরমাণে সেইখানে হইলা গোচর॥ ১০০
লাজমতি সুরপতি পলাইআ জাএ।
কোপে জ্বলে মুনি বোলে ভগ হউক গাএ॥

দেখি অঙ্গ ছাড়ি সঙ্গ চলে দুর্গা আই।
কোন মতে ভগ হোতে অব্যাহতি পাই॥
বোলে মাএ দেবরাএ না কর ক্রন্দন।
মুনির শাপ মহাপাপ না জাএ খণ্ডন॥
ভগচিহ্ন হইআ ভিন্ন হউক সহস্রাক্ষি।
ভগ ঢাকি হএ আখি রহে পুনি সাক্ষি॥
দেবী পূজে সুররাজে ভকতি করিআ।
রূপে ধন্যা পঞ্চ কন্যা দিলেন আনিআ॥ ১০৫
কন্যাগণে জোগাএ তানে অমিআ কোটোরা।
জপি নাম মুক্তারাম হউ (হও) না ভ্রমরা॥

———

রাগ বড়ারি। চৌতালি।

দেবী বোলে পঞ্চ কন্যা যুবতী যুবতী ধন্যা
বোল রামা পুছি তোমা কাজে।
যুক্তি-বাক্য কহ মোতে পূজা লইতে নর হোতে
কোন মতে ঘটে এই কাজে॥
জথ দেখ চরাচর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর
দেব আদি সৃজন আমার।
মর্ত্তে পূজে দেবতারে নহি পূজে আমারে
বোল ধনি যুকতি তাহার॥
আমা পূজে জেই জন যমের নাহি প্রয়োজন
জেই চাহে সেই বর পাএ।
পঞ্চ কন্যা বোলে গো মা কলিঙ্গে পূজিব তোমা
দেবীপদে মুক্তারামে গাএ॥

———

পআর।

ঘোষা।

মহামায়ের মহিমা অপার।
তুমি সে তোমারে জান কে জানিব আর॥ ধুআ॥ ১১০
আদি শকতি ইত্যাদি।
ত্বরাএ বোলেন মাএ বিশ্বকর্ম্মার তরে।
নদীতটে গঠ মঠ কলিঙ্গ নগরে॥
কর্ম্মিকগণ লইলা (লইআ ?) সনে বিসাইর গমন।
কংস নদী কৈল যদি মঠের পত্তন॥
রূপা আর হীরা দ্বার কাঞ্চনের চাল।
রত্নময় অতিশয় নির্ম্মাইছে ভাল॥
দেবী স্থানে ত্বরমাণে কহে বিবরণ।
কেশরী বিমানে চড়ি দেবীর গমন॥
মঠে গিআ আলোকিআ দেবী স্থানে জাএ।
শিয়রেত নৃপরে ত স্বপ্ন কহে মাএ॥ ১১৫
দেখি রঙ্গী নানা ভঙ্গি মুদিত নআনে।

* * * *

ক্ষেণে কালী নাচে ভালি বিস্তার রসনা।
হুঙ্কার এ অতিশয় বিকটদশনা॥
শুন ভাল ক্ষিতিপাল তোমারে বুঝাই।
কংসনদী পূজ যদি হইমু বরদাই॥
গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

খর্ব্ব ছন্দ।

মাতা ভকতবৎসলা।
সেবকসদয় মাতা অখিল মণ্ডলা॥ ধুআ॥ ১২০

আদি শকতি ইত্যাদি।

দেখি স্বপ্ন নিদ্রা ভঙ্গ রাজার আতঙ্ক।
টঙ্গী মাঝে মহারাজে করিছে প্রসঙ্গ॥
শুন শুন পাত্রগণ সর্ব্ব বিবরণ।
স্বপ্ন কহে মহামাএ করিতে পূজন॥
পৌর জনে দ্বিজগণে বোলে মহারাজ।
নদীতটে পূজ মঠে সিদ্ধি হবে কাজ॥
তদন্তরে নৃপবরে লইআ সম্ভার।
নদীকূলে নানা ফুলে সুগন্ধি অপার॥
দেবী-পাএ নৃপএ করিয়া ত পূজা।
দেখি লীলা বর দিলা দেবী দশভূজা॥ ১২৫
বর লভি বহুতর করিলা প্রণাম।
নিজ স্থানে দেবী চলে ভণে মুক্তারাম॥

——:০:— —

ঘোষা।

অএ শিব সম্ভু রে হএ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবদুর্গা অভেদ নিশ্চএ॥

আদি শকতি ইত্যাদি।

জ্ঞানযুত ইন্দ্রসুত নীলাম্বর নাম।
আচম্বিত উপস্থিত লোমস আশ্রম॥
মুনি তরে নীলাম্বরে পুছিলা উত্তর।
ত্রিভুবনে মৃত্যু জিনে কে আছে অমর॥
মুনি বোলে মৃত্যু জিনে যোগবলে হরে।
ধ্যানময় মৃত্যুঞ্জয় হেন নাম ধরে॥ ১৩০
তাহা শুনি যানে উঠি জাএ কৈলাসএ।
জ্ঞানলাভে শিষ্য ভাবে করে পরিচএ (পরিচয়ে)॥
শিবের কাজের মাঝে পুষ্প তোলে নিতি।

এক দিন দুঃখচিন হইল কুরীতি ॥
পুষ্প তোলে দেখি ভোলে ব্যাধের মৃগয়া।
বেলা অতিশয় মতি চঞ্চল সভয়া ॥
পূজাকালে বিল্বদলে কণ্টক আনিল।
কোপমতি নীলা প্রতি শঙ্করে শাপিল ॥
ব্যাধ লাগি শাপভাগী হইল দুষ্টমতি।
ব্যাধঘরে মর্ত্তপুরে জাও রে সম্প্রতি ॥ ১৩৫
গৌরী-পদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা।

জয় পশুপতি মিনতি শুন অতি কাজে।
ধরণীতে জনমিয়া তুয়া পদ না ভজিয়া
অপরে কি হবে জানি শমন-সমাজে ॥ ধুয়া ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
নীলা বোলে দোষ ছলে মোর হইল শাপ।
বোল শব্দে কথ অব্দে খণ্ডিবেক পাপ ॥
শিব উক্ত পাপ মুক্ত দ্বাদশ বরিষে।
জানি মর্ম্ম ভবে জন্ম অগ্নি পরবেশে ॥
সঙ্গে কায়া দনুজায়া[১] জবে বিসর্জ্জিল।
শাপমতি কর্ম্মগতি সংসারে মর্জ্জিল[২] ॥ ১৪০
দেহ ভঙ্গে অবলম্বে[৩] যথা শশিভানু।

১। "সঙ্গে কায়া দনুজায়া" স্থলে "সঙ্গে জায়া দনুকায়া"—২য় পুথি।
২। "মর্জ্জিল" স্থলে "জর্ম্মিল"— ঐ।
৩। "অবলম্বে" স্থলে "অবিলম্বে"— ঐ।

শম্ভু জোগে[১] পিতৃভোগে ঠেকে পরমাণু ॥
যোনিপদ্মে কর্ম্মবন্ধে রেত রক্তে কায়া।
গর্ভ হোতে ভূমি ছুইতে আবরিল মায়া ॥
বান্ধে জেই ছোড়াএ সেই কহে জ্ঞানী জনে[২]।
মধুরামসুত নাম[৩] মুক্তারামে ভণে ॥

———

ঘোষা।

মহামাএর মহিমা অপার।
তুমি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥ ধুয়া ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
ধর্ম্মকেতু ঘরে কালকেতু হইল জর্ম্ম।
পশু বধি মাংস বেচে ভোগে নিজ কর্ম্ম ॥ ১৪৫
পুষ্পকেতুর দুহিতা ফুল্লরা নাম ধরে।
তানে বিহা কৈল কালকেতু বীরবরে[৪] ॥
সহমৃতা হইল[৫] তার জনক জননী।
নিত্য নিত্য পশু বনে বধে ব্যাধমণি[৬] ॥
এই মতে কথ কাল যদি নির্ব্বহিল।
পশুগণে দুর্গা স্থানে কান্দিয়া কহিল[৭] ॥

১। "শম্ভু জোগে" স্থলে "সিধ্য জোগে"— ২য় পুথি।
২। "জ্ঞানী জনে" স্থলে "জ্ঞানিগণে"— ঐ।
৩। "মধুরাম সুত নাম" স্থলে "মধুরাম সেন সুত"— ঐ।
৪। "বীরবরে" স্থলে "মহাবীরে"— ঐ।
৫। "হইল" স্থলে "গেল"— ঐ।
৬। "ব্যাধমণি" স্থলে "বীরমণি" — ঐ।
৭। "কহিল" স্থলে "বলিল"— ঐ

তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।
পুত্র দারা এক স্থানে রহিতে নারি ঘরে॥
বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।
তোর[১] হেতু কালকেতু লভিবেক ধন॥ ১৫০
সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।
তার ঠাই আমি জাই না করিয় ভয়ে॥
তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।
অরণ্যের পন্থ মুখে[২] আগুছি রহিলা॥
সেই দিন কালকেতু চলিয়াছে বন।
সুবর্ণ গোধিকা পন্থে হৈল দরশন[৩]॥
গোধিকা দক্ষিণে করি কাননেতে জাএ।
পর্য্যটিআ মৃগ না পাএ দেবীর মায়াএ॥
দেখিতে দেখিতে মৃগ নহি আলোকিল।
গণ্ডি শর লৈয়া ঘরে কান্দিয়া চলিল॥ ১৫৫
গোধিকা দেখিয়া বীর কহে কোপমনে।
'তোমা দেখি পশু এক না পাইলুম কাননে[৪]॥
ভোজন সামগ্রী মোর বিধাতা মিলাএ।
এ বলি বন্ধন দিল হাতে আর গলাএ॥
বান্ধিয়া পেলাইল নিআ ভাঙ্গা ঘরের কোণে।
ফুল্লরাদে ফহে বীর তুরিত[৫] গমনে॥
এথাএ মাই বরদাই সুন্দরী হইলা।
পদ্মাসনে সুখমনে গৃহেতে রহিলা॥

১। "তোর" স্থলে "তোরার"— ২য় পুথি।
২। "পন্থ মুখে" স্থলে "পন্থমুখী"— ঐ।
৩। ... ... বনে। সুবর্ণ...সনে হইল দরশনে॥— ঐ।
৪। "পাইলুম কাননে" স্থলে "পাইলু বনে"— ঐ।
৫। "তুরিত" স্থলে "ত্বরিত"— ঐ।

পত্নী স্থানে বীরবরে করিছে[১] প্রস্তাপ।
শুন প্রিয়া ঘরে গিয়া রান্ধ গুইসাপ॥ ১৬০
এথ শুনি রামা পুনি চলে অস্তে বেস্তে।
অন্য বাড়ী হোতে নারী বটি লৈয়া হস্তে॥
ত্বরমাণে দ্বারখান কৈল একু ধারে।
দেখে রামা একু রামা গৃহের মাঝারে[২]॥
ফুল্লরাএ বোলে[৩] তাহে কি লাগিয়া এথা।
বীরের ঠাই অর্থ নাই তুমি আইলা বেথা॥
নহো দুঃখী ইন্দুমুখী আমার বচনে।
জাও জথা সুখ তথা দেখ নিজ মনে[৪]॥
নহে জান বীরের স্থানে অন্নে হৈবা ছন্ন।
অলঙ্কার ছারখার বিকৃত বিবর্ণ॥ ১৬৫
দুঃখ মোর দেখি তোর যদি পাতিয়াএ[৫]।
মাংসগন্ধে হেন ছন্দে রহিতে না জুয়াএ॥
তদন্তরে জাএ লড়ে ফুল্লরা ব্যাধিনী।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে জথাএ বীরমণি॥
যুবতী সঙ্গতি[৬] বীর গৃহে উপনিতি।
দেখি মাত্র বীর গাত্র অতিশয় ভীতি॥
গণ্ডি শর লৈয়া বীর পুছে তুমি কে।
রাক্ষসী মানুষী কিবা পরিচয় দে॥
চিনিবারে দেখাএ তারে নিজ দশ কর।

১। "করিছে" স্থলে "কহিছে"— ২য় পুথি।

২। .... একু ধার।
দেখয়ে জে এক রামা গৃহের মাজার॥— ঐ।

৩। "বোলে" 'স্থলে' "পুছে"— ঐ।

৪। এই চরণটি সম্ভবতঃ "জাও তথা সুখ জথা দেখ নিজ মনে" এইরূপ হইবে।

৫। "পাতিয়াএ" স্থলে "প্রতীত জায়ে"— ২য় পুথি।

৬। "সঙ্গতি" স্থলে "সহিতে"— ঐ।

মনিস্ত শরীর বীর আর পায়ে ডর[১] ॥ ১৭০
ভয় নাই মহামায়ে হাসিয়া বলিছে।
সেই হাসি কথ রসি[২] অমিয়া ঝরিছে ॥
হরজায়া মহামায়া জানহ আমারে।
ধন লও স্থির হও বলিএ তোমারে ॥
চিনি বীর বুদ্ধি স্থির রোমাঞ্চিত কায়।
পাএ পড়ি স্তব করে মুক্তারামে গাএ ॥

মালসী।

রাগ ধানশী।

মাএ বোল কিসে মরি মা, তুহ্মি হেন দয়াময়ী জবে।
রূপ হেন সুধাধাম অকিঞ্চন প্রিয় কাম
জানিবাম কথ দয়া হবে ॥
কর-পদ্মাম্বুজ ভালে নখ সারি শশি মনে (?)
অক্ষিমত অমিয়া দরবে।
লভি কেহো লীন পাএ কেহ বা অমর কায়[৩]
ইন্দ্রের বিষয় গরবে ॥ ১৭৫
আরতি পূরএ মনে বিমল চরণ ধনে
যদি সে অদৃশ না করবে।
তিল আধ ক্রিপা[১৪] দিঠে শমন দমন মিটে
মরণে না মরি এই ভবে ॥

১। "আর পায়ে ডর" স্থলে "তাত্রে পাঁইল ডর"—২য় পুথি।
২। "রসি" স্থলে "রাশি"— ঐ।
রসি বা রসী—রসযুক্ত।
৩। কেহ বা সমর চাহে— ঐ।

মায়ের তিনটি নয়ান সেহ করুণাভাণ্ডার গেহ
ভকত ভিখারী তাহা লভে।
নাহি আমার সেই গুণ দয়া ধন নাহি[1] উন
মুক্তারাম বঞ্চিত কি হবে॥

———

পয়ার।

আদি শকতি ইত্যাদি।
কেতু প্রতি ভগবতী বলিলা বচন।
আজু হোস্তে হইল তুথে[2] দারিদ্র মোচন॥
বোলে গৃহ বিরচিয়[3] নেয় বহুমূল্য।
লও রত্ন হও যত্ন নাহি তার তুল্য॥
অল্প ধনে ব্যাধ মনে না পূরিল আশ।
পদ্মা হেরি মাহেশ্বরী উপজিল হাস॥ ১৮০
দিল স্বর্ণ ধনপূর্ণ যুগল কলস।
ধন পাই ব্যাধ ভাই পূর্ণিত মানস॥
ভূমিগতে শতে শতে করিল প্রণাম।
গেল কষ্ট মনাভীষ্ট ঘটিলেক কাম॥
ফুলরারে অলঙ্কারে ভূষিলা যতনে।
গুজরাটে বন কাটে মুক্তারামে ভণে॥

———

ঘোষা।

তত্র দেবী জয় জয় হএ[4]।
বিশ্বকর্ম্মা রচে পুরী দেবীর অঙ্গীকারে।

১। "নাহি" স্থলে মূল পুথিতে "সহে" আছে।
২। "তুথে" স্থলে "তোহ্মার"— ২য় পুথি।
৩। "বোলে গৃহ বিরচিয়" স্থলে "বলে গৃহ বিচারিয়"—ঐ।
৪। "তত্র দেবী জয় জয় হএ" স্থলে "শিব সম্ভু জয় হয়ে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয়ে।

সুবর্ণ কলস দিল নগরে বাজারে ॥
হাট ঘাট রাজপাট রচি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেলা রাজার* গোচর ॥ ১৮৫
দেবীরে পূজিয়া বীর সিংহাসনে বৈসে।
এই মতে কথ কাল বঞ্চএ হরিসে ॥
সুখে রাজ্য করে ব্যাধ ভবানী সহায়ে।
মণ্ডল প্রভৃতি প্রজা সুখে বঞ্চে তাএ ॥
ভাড়ু দত্ত নামে তথা আছিলেক শঠ।
বীরের মন্দ কহে গিয়া কলিঙ্গ নিকট ॥
গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তরামে ভাষে ॥

রামক্রিয়া রাগ।

ভাড়ু বোলে নরাধিপ কর অবগতি।
তোমার দেশ ভাঙ্গি কেতু বৈসাএ বসতি ॥ ১৯০
শুনিয়া কোপিত হইয়া নৃপ দণ্ডধারী।
সৈন্য সেনাপতি পাঠাএ বীরের উয়ারি ॥
কালকেতু সঙ্গে যুদ্ধ আছিল অপার।
দেবীবরে সৈন্য টলে পতঙ্গ আকার ॥
সৈন্যের ভিতরে কেতু মহা অস্ত্র মারে।
প্রচণ্ড বাতাসে জেন কদলী উফারে ॥
জয় পাইয়া কালকেতু শূন্য হাতে জাএ।
মধ্যপথে বন্দী হৈল দুর্গার লীলাএ ॥
দুঃখ অন্তে সুখ পূর্ণ জানিয় নিশ্চয়।
ভবানী সহায় জার তার কিবা ভয় ॥ ১৯৫

---

* আদি শক্তি ইত্যাদি,"— ২য় পুথি।
*। "রাজার" স্থলে "দেবীর"— ঐ।

ঘোষা।

হরি হরি বোল রাম রাম।
আদি শকতি ইত্যাদি।
কোতোয়ালের ভরে দুর্গা দিলেন সুমতি।
কুঞ্জরে চড়াইয়া কেতু ভেটাএ নৃপতি ॥
রাজাএ বোলে রাখ তারে নিগড়ে বেড়িয়া।
সাবধানে রাখ তারে কারাগারে নিয়া ॥
নৃপ আজ্ঞা কোতোয়ালে রহিতে না পারে।
নিগড়ে বেড়িয়া কেতু রাখে কারাগারে ॥
বন্দীঘরে বীরবরে স্মরে দুর্গা আই।
স্রবএ নয়ানবারি নিবারণ নাই ॥ ২০০
ভবানীচরণ সার ভরসা আলয়।
সেন মুক্তারাম রহ রবিসুত-ভয় ॥

পাহিড়া রাগ।

নূতন ভাটীয়াল।

নিগড় জয়কেতু দেবী বিনে নাহি হেতু
কান্দে বীর ধরণীতে গড়ি।
দাস হইয়া পদে কহি কথাএ রহিয়াছ সহি
শুন মাতা অখিল ঈশ্বরী ॥
কহ সত্য এই মতে নর হোতে পূজা লইতে
আনি মোরে নাচাহ সঙ্কটে।
তিন লোকে ঘোষে তোকে মরিতে না চাহ মোকে
লজ্জা পাইবা দেবের নিকটে ॥
তুমি মাতা সুখদাতা স্বয়ম্ভবা নাম খ্যাতা
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি শক্তি।

ত্রিজগত জীব যথ হও তুমি তথ তথ
অংশরূপে পাইছ বিভক্তি ॥
ডাকি তোমা শুন গো মা কারাগার ঘরে আমা
বান্ধিছ নিগড় শুক্ষ পাশে।
শুন মাতা অভয়া এবে হও সদয়া
কহে মুক্তারাম সেন দাসে ॥ ২০৫

মালশী।

রাগ ভৈরব।

দেবি দীনদয়াময়ি উদ্ধার হে।
তরিতে না পারি ভয় পাব হে ॥
ধন জন সম্পদ অসার হে।
লুটিব শমন-চোরে পসার হে ॥
তোমার মহিমা বিস্তার হে।
মুক্তারাম সেন দীন নিস্তার হে ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
বন্দীঘরে বীরবরে স্মরএ চণ্ডিকা।
পদ্মা স্থানে স্বরমাণে রহিছেন অম্বিকা ॥
সঘন চরণ মোর করএ স্পন্দন।
কিবা মর্ত্ত্যে কোন ভক্তে করিছে স্মরণ ॥ ২১০
ধীরমতি পদ্মাবতী ভাবিয়া অন্তরে।
শুন মাতা হের কথা কহ যুগকরে ॥
দীনকীর্ত্তি * ব্যাধবৃত্তি আছিলেক ভাল।
ধন হেতু কালকেতু পড়িছে জঞ্জাল ॥

---

* মূলে "দিন সকিত্তি" আছে।

শ্রোতে (শ্রুত) মাত্র দেবী পাত্র কোপে প্রজ্বলিত।
কেশরী-বিমানে চড়ি চলিলা ত্বরিত॥
দেবী প্রতি পদ্মাবতী করে নিবেদন।
তোমার কিঙ্কর মাতা কলিঙ্গ রাজন॥
তার ঠাই স্বপ্নে জাই করহ গর্জ্জন।
জ্ঞান হউক ছাড়ি দেউক ব্যাধের নন্দন॥ ২১৫
শুনি মাএ তথা জাএ নীরদবরণে।
ভাবক চাতক চিন্ত (চিত্ত ?) মুক্তারামে ভণে॥

———

রাগ মল্লার।

ভয়ানক হইয়া মাএ কোপে নৃপ চেয়াএ
তিন চক্ষু অগ্নির আকার।
আপনা ভালাই চাহ কালকেতু ছোড়ায়
নতু হইবা সবংশে সংহার॥
বিকট দশন মাএ রাজারে খাইতে চাহে
ঝকমক করে অসিধার।

* * * * *

ক্ষেণে শামা ক্ষেণে ধাম কহে দেবী নিজ নাম
শুন পুত্র কলিঙ্গ নৃপতি।
তোকে দিলুম সর্ব্ব রাজ্য তারে আন কোন কাজ্য
ওহারে বনেতে দিলুম স্থিতি॥
না জান ওহার হেতু কালীপুত্র কালকেতু
এ বোলিয়া কারাগারে জাএ।
দেবী দরশন তরে নিগড় খসিয়া পড়ে
মুক্তারাম সেনে তাহা গাএ॥ ২২০

ঘোষা।

আনন্দ ভেল দুঃখ দূরে গেল।
দূরের মানস জদি ভবানী মিলাইল॥
বন্দীঘরে বীরবরে চিন্তিআ[১] কল্যাণ।
বীর সান্ত্বাইয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কম্পিতে কম্পিতে।
কোটোআল ডাকে ঘন কেতুরে আনিতে॥
রাজ আজ্ঞাএ কোটোয়ালে[২] করিছে গমন।
সভামধ্যে[৩] আনিলেক ব্যাধের নন্দন॥
রাজা দেখি বীরবরে না কৈলা প্রণতি।
যুগপাণি পাত্রে বোলে শুন নরপতি॥ ২২৫
কালকেতু শির দুর্গা না ছাড়ে এখন।
শুনি রাজা হস্তী এক আনাইল[৪] তখন॥
হস্তী দেখি বীরবরে শির নোয়াইতে।
হস্তী শির দুই চির হইল আচম্বিতে॥
বীর পরশনে হস্তী সজীব হইল।
আপনা নয়ানে রাজা মহিমা[৫] দেখিল॥
বীর প্রতি দিলা রাজা অমূল্য প্রসাদ।
নিজ রাজ্যে জাএ কেতু খণ্ডিল প্রমাদ॥
পন্থ মধ্যে ভাড়ুদত্ত দৃষ্টিতে পড়িল।
মহাবীরের আজ্ঞাএ তারে বান্ধিয়া লইল॥ ২৩০
নাপিত ডাকিয়া[৬] ভাড়ুর শির মুড়াইয়া।

১। "চিন্তিআ" স্থলে "ভাবিয়া"—২য় পুথি।
২। রাজ আজ্ঞা পাইয়া কোটয়াল— ঐ।
৩। "মধ্যে" স্থলে "মাঝে"— ঐ।
৪। "আনাইল" স্থলে "আনয়ে"— ঐ।
৫। "মহিমা" স্থলে "মহত্ব"— ঐ।
৬। "ডাকিয়া" স্থলে "ডাকাইয়া"— ঐ।

অপমান দিয়া তারে দিল নিকালিয়া ॥
কত কাল অভ্যন্তরে কালকেতু প্রতি।
কৈলাসে চলিতে আজ্ঞা কৈলা ভগবতী ॥
মণ্ডলের তরে বীর রাজ্য সমর্পিল।
মহাযাত্রা করে বীর জয়ধ্বনি হইল ॥
পত্নী সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে তনু বিসর্জ্জিআ।
হরগৌরী দেখে গিয়া মহানন্দ হইয়া ॥
হৃদয় আনন্দে করে হরগৌরী ধ্যান।
ভণে মুক্তারাম কেতু বড় ভাগ্যবান ॥ ২৩৫

রাগ ভূপালী।

নীলাম্বর তরে হর দিলা জ্ঞানতত্ত্ব।
সাধ কায়া ছাড় মায়া পাবে অমরত্ব ॥
এই মতে কৈলাসেতে আছে মনোরঙ্গে।
খেলে সারি ত্রিপুরারি ভবানীর সঙ্গে ॥
পাশা-রঙ্গে দেবী সঙ্গে হরের বিবাদ।
বুদ্ধি ছয় মতি কর্ণ হইল ইসাদ ॥
মিথ্যা সাক্ষীজোগে আখি নিস্তারিলা মাও।
বোলে তারে মর্ত্ত্যপুরে অবিলম্বে জাও ॥
পৃথিবীতে উজানীতে ধনপতি হবে।
নিজ কর্ম্মে এক জর্ম্মে এথাএ আসিবে ॥ ২৪০
হইল শাপ মহাপাপ চলে[১] গর্ভক্লেশ।
সঙ্গে সখা চন্দ্ররেখা অগ্নির প্রবেশ ॥
গৌরী-পদ-নখচন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

১। "চলে" স্থলে "জবে"—২য় পুথি।

লাচাড়ি।

ত্বহাকারের জীউ লইয়া জাএ দুর্গা হৃষ্ট হইয়া
মর্ত্ত্যপুরে উজানী নগরে।
রঘুপতির রমনী ঋতুবতী হইছে ধনী
থুইলা দৈর্ব্ব ওহার জঠরে॥

আর দৈর্ব্ব তদন্তরে থুইলা নিধিপতির ঘরে
সঞ্চরিয়া ত্বহার জনম।
জানে মাতা জীবমর্ম্ম নিয়োজিয়া সেই কর্ম্ম
গেলা মাতা কৈলাশ আশ্রম॥

ত্বহাকার জন্ম তবে পৃথিবীতে হইল জবে
ধনপতি লহনা খেয়াতি।
এক দিন ইন্দ্রবাড়ী নাচে রূপবতী নারী
রঙ্গ চাহেন ভগবতী॥ ২৪৫

বাজাইছে মৃদঙ্গ নাটে হইল তালভঙ্গ
শাপে দেবী কোপিত হইয়া।
আরে বেশ্যা রূপবতী মোরে কৈলি অল্পমতি
জনম লভ উজানীতে গিয়া॥

দেবী শাপ অঙ্গীকারে তথনে রহিতে নারে
ঋতুবতী লক্ষপতি জায়া।
তথাএ দেবী ব্রত আশে ক্রমে ক্রমে দশ মাসে
খুলনা জন্মাইলা মহামায়া॥

তবে সাধু ধনপতি বিবাহে করিল মতি
লহনারে বিবাহ করিল।
কৌতর উড়াইতে জাএ তথা খুলনারে পাএ
দুই পত্নী কামে আচরিল॥

নব নব অনুরাগে খুলনা কারণে জাগে
উফর ফাফর ধনপতি।
অতিনব যুবতী নহি জানে ছুরতি
সাধুর মন না হএ বিরথী (বিরতি ?) ॥

দেবীর চরণ-সিন্ধু তাহে নখ যেন ইন্দু
উপজিয়া গগনে উঠিছে।
মুক্তারাম দুইটি আঁখি চকোর চকোরা পাখী
সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে ॥ ২৫০

ঘোষা।

হরি হরি বোল রাম রাম।
ভজিলে ও রাঙ্গাপদ অন্তকালের কাম ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
স্বর্গদ্বারে আছিল শ্রীবৎস দণ্ডধর।
কমলা সহায় ছিল না পাইল ডর ॥
কথ দিনে দৈবদশা শনি বিড়ম্বিতে।
তাল বেতাল মাত্র আছিল সহিতে ॥
এহা বহি গেল সব দেশ দেশান্তরে।
সাইর শুক দুই মাত্র আছিল গোচরে ॥
সত্য করি দুই পক্ষী ফিরে নানা দেশে।
ব্যাধজালে বন্দী হইল আহার উদ্দেশে ॥ ২৫৫
ব্যাধে নিয়া রাজা স্থানে পক্ষী ভেটাইল।
পক্ষীমুখে শ্লোক শুনি সন্তোষ হইল ॥
ধনপতি সদাগর আনিয়া সত্বর।
পঞ্জর কারণে পাঠাএ গৌড় নগর ॥

যাত্রা করিতে সাধু গৃহেতে আসিল।
লহনার হস্তে সাধু খুলনা স্থাপিল ॥
সাধু বোলে এহারে পালিবা সাবধানে।
অপরে কি হবে শুন মুক্তারামে ভণে ॥

কুহু রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে।
ন জানি কপালে কিবা আছে ॥ ২৬০
পাইলে যুবতী নব মধু হে।
অলি হইয়া রহে কালা পাছে ॥ ধুয়া ॥
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী—
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে।
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে।
জল বিনে মীন যেন আছে ॥
ন জাইয় রাধার প্রাণ বন্ধু হে!
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে!
হেনহি কপালে আছে লেখি ॥ ২৬৫

পয়ার।

প্রত্যুষ বেহানে সাধু গৌড়েতে গমন।
লহনাএ যুক্তি করে খুলনা কারণ ॥
প্রকারে লিখাএ পত্র খুলনার তরে।
ছাগল চরাইতে লেখে সাধুর উত্তরে ॥

পত্র দিয়া খুল্লনারে করএ গঞ্জন।
ছেলি লইয়া কেনে বেটি নহি জাও বন॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা ছেলি লইয়া জাএ।
এই মত প্রতি দিন ছাগল চরাএ॥
প্রবল সতিনী যার কি বোলিমু আর।
দুর্গা শরণ বিনে না দেখি নিস্তার॥ ২৭০
এক দিন বনমধ্যে ছেলি চরাইতে।
সখিয়া ব্রাহ্মণী তান মিলে আচম্বিতে॥
কান্দিয়া খুল্লনা কহে ব্রাহ্মণীর তরে।
এই সব দুঃখ কহিয় মায়ের গোচরে॥
এথ বলি ব্রাহ্মণীরে বিদায় করিল।
লক্ষপতি স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণী কহিলু॥
কামদেব পাঠাইল ধনপতি পুরে।
লহনা ভগিনীরে গঞ্জিয়া গেল ঘরে॥
পাপিষ্ঠ লহনা দুষ্ট তাহা না শুনিআ।
বনে জাইতে খুল্লনারে ডাকিছে কম্পিয়া॥ ২৭৫
অশ্রুপূর্ণ আখি হইয়া ছাগল চরাএ।
এক বৎসর রামা বনেতে বেড়াএ॥
আর দিন নারায়ণী গগনে ফিরিতে।
খুল্লনারে দেখিলেন করুণা-দৃষ্টিতে॥
বসন্তের বায় রামা তৃণেতে শয়ন।
লুকাইলা মহামায়া ছাগলের গণ॥
জাগিআ না দেখে ছেলি চারি দিগে চাহে।
একটি ছাগল রামা দেখিতে না পাএ॥
কণ্টক বিকট বনে ছাগল বিচারে।
দুর্গা পূজে কন্যাগণে নানা উপহারে॥ ২৮০
সেইখানে উপনীত খুল্লনা বাস্তানী।
কন্যাগণে তান ঠাঞি পুছন্ত কাহিনী॥

গৌরীপদ-নখচন্দ্রসুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

লাচাড়ি।

কহ ধনী রমণী কিবা তোমার বাখুনী
কথাএ ঘর কি নাম তোমার।
দুঃখ অশুভ হইয়া বেড়াও বনেতে রহিয়া
কেনে বাক্য না কর প্রচার॥
ভাবিআ অক্ষেমা কান্দএ খুলনা রামা
কহে শুন পঞ্চ কন্যাগণ।
গন্ধ বর্ণিক হই তোমাতে মরম কহি
এথ দুঃখ সতিনী কারণ॥
ধনপতি সদাগরে বিবাহ করিল মোরে
নৃপ আজ্ঞা বিদেশেতে জাএ।
অভাগী খুলনা নাম বিধি মোরে হৈছে বাম
ছেলি রাখি সতিনী আজ্ঞাএ॥ ২৮৫
আচম্বিত ছেলিগণ কথাকারে গমন
কাঁপে অঙ্গ সতিনীর ডরে।
কন্যা বোলে শুন ধনী পূজ এই নারায়ণী
ছাগলগণ পাইবা গোচরে॥
দুর্গার মহিমাগুণ একচিত্ত হইয়া শুন
পাইছে জেই বর অভিলাষে।
সুরথ নামে রাজা করিয়া দেবীর পূজা
নানা সুখে রহএ কৈলাসে॥

জয় জয় বিঘ্নখণ্ডী নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী
বধিয়া ত মঙ্গল অসুর।
বিষ্ণু-কর্ণমৈল হোতে মধু কৈটভ জন্মে তাতে
শক্তি হরি দর্প কৈলা চূর॥
মৈষাসুর বধিলা দেবেরে অভয় দিলা
জয় নারায়ণী নমস্তুতে।
করিয়া বিবিধ দম্ভ কাটিয়া নিশুম্ভ শুম্ভ
শক্তিরূপা দেবী সর্ব্বভূতে॥
দেবীর চরণ-সিন্ধু তাহে নখ যেন ইন্দু
উপর্জ্জিয়া গগনে উলিছে।
মুক্তারাম দুইটি আঁখি চকোরা চকোরী পাখী
সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে॥ ২৯০

ঘোষা।

ভক্ত পিয় রে ভবানীর নাম-মাধুরী হে।
জেন পদ্মে ভ্রমরের চাতুরি হে॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
খুলনা এথেক শুনি কন্যা-উপদেশ।
শুচি হইয়া পূজে মাতা ভক্তিএ বিশেষ॥
দেখি পূজা দশভুজা সঙ্গে সখীগণ।
সিংহে চড়ি মাহেশ্বরী দিলা দরশন॥
সাধুজায়া নম্রকায়া হইয়া তখন।
ক্ষিতি পড়ি পদে ধরি করএ স্তবন॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি মূলে ভক্তি॥ ২৯৫

অণিমা লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধি ধাতা।
বিষম সুসম তুমি তুমি মাতা পিতা॥
মনুষ্য অনেক দুষ্য মলমূত্রধারী।
তোমার মহিমাসীমা কি বোলিতে পারি॥
শুনি মাতা প্রসন্নতা হইলা সত্বর।
উপসন্ন অজাগণ খুলনার গোচর॥
দুঃখ জাউক পুত্র হউক বোলেন মহামায়।
সর্ব্বদাএ সুখদা হইমু তোমারে সহায়॥
তথা হোনে ত্বরমাণে দুর্গার গমন।
লহনাকে স্বপ্নগতে করিল গঞ্জন॥ ৩০০
লহনা কহ না কথা পাইছ বড়াই।
উচ্চস্বরে খুলনারে অরণ্য পাঠাই॥
সুখ মান শীঘ্র আন খুলনা বাহ্মানী।
নহি শুন কহি পুন হারাইবা পরাণী॥
সেই ঠাই মহামাই হইলা অন্তর্দ্ধান।
স্বপ্নে হেরি সঙ্গে চেড়ি লহনা পয়ান॥
খুলনারে বহুতরে সান্ত্বাইল লহনা।
হস্তে ধরি সঙ্গে করি গৃহেতে চলিলা॥
নানা কথাএ দুই সতাএ করিলা ভোজন।
কথ কোল সুখে ভালো বঞ্চে দুই জন॥ ৩০৫
হিম গেল আসি ভেল রিতুঅ বসন্ত।
সহিবারে নাহি পারে বিরহ দুরন্ত॥
খুলনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেআএ॥
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অথান্তর॥
গৌরীপদ-নখচন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

রামক্রিয়া রাগ।

প্রভাতে সহসাতে চলে ধনপতি।
নিজ রাজ্যে রাজকার্য্যে সম্ভাষে নৃপতি ॥ ৩১০
উত্তরিআ দিল নিয়া সুবর্ণ পাঞ্জর।
নৃপ রাএ দিল তাহে প্রসাদ বিস্তর ॥
নিজ পুরে সদাগরে হইয়া উপনীতি।
দ্বিজবর অন্তঃপুর পাঠাএ শীঘ্রগতি ॥
লহনাএ বার্ত্তা পাএ দ্বিজের গমনে।
খুলনাতে হিংসা মতে বলিল তখনে ॥
ভাগ্যবতী তোর পতি আসি আছে ঘরে।
ভৃঙ্গঝারি হস্তে করি জায় (জাও) না সত্বরে ॥
সেই মত উপগত হইল খুলনী।
সাধু কহে এই হএ কাহার রমণী ॥ ৩১৫
এথ কাল গেল ভাল পরগামী নহি।
সেব পতি রসবতি তোমা তরে কহি ॥
লজ্জা পাইয়া চলে ধাইআ খুলনা যুবতী।
লহনারে তিরস্কারে তোহ্মার যুকতি ॥
অতি আশে গেলুম পাশে প্রভু বোলে দড়।
শুনিআ ঘুষিব লোকে লজ্জা পাইলুম বড় ॥
তা শুনিআ হৃষ্ট হইআ লহনা ত জাএ।
ধনপতি তান প্রতি জিজ্ঞাসে ত্বরাএ ॥
হস্তে ঝারি কার নারী পাঠাইছিলা এথা।
লহনাএ বোলে প্রভু তোমার বনিতা ॥ ৩২০
গৌড়ে গেলা সমর্পিলা খুলনারে মোরে।
খাবাইআ শোয়াইআ প্রভু রাখাইলুম ওহারে ॥
শুনিআ সন্তোষ হইআ বোলে সদাগরে।
রন্ধন করিতে বোল খুলনার তরে ॥

মন দুঃখে ছার মুখে তবে লহনাএ।
সাধুর উত্তর নিআ জোগাএ খুলনাএ ॥
তদন্তরে সদাগরে ভোজন করিআ।
পালঙ্গিতে উপস্থিত তাম্বুল গ্রহিআ ॥
দাসী প্রতি ধনপতি খুলনারে ইচ্ছে।
দেবী নাম মুক্তারাম প্রেমে আলোড়িছে ॥ ৩২৫

গীত।

চল সুবদনী রাধে রাধে।
দৈবে কলঙ্কিনী শ্যাম পরিবাদে ॥
শুনিয়া মুররি মধুর গান।
জাই জাই করি ধাইছে প্রাণ ॥
বুঝি শ্যাম অঙ্গ রসে বিভোর।
চল দেখি গিআ নন্দকিশোর ॥
দূতীর সন্ধানে চলিছে রাই।
ভণে মুক্তারামে দেখিবে জাই ॥

দুবলা বোলএ খুলনা রে হের।
তোমারে তলপ সদাগরের ॥ ৩৩০
শুনিআ খুলনা করিছে সাজ।
পতি কাছে জাইতে অতিশয় লাজ ॥
দেখিয়া সাজনি পুছে লহনা।
কোথাএ চলিআছ মোতে কহ না ॥
জানিলুম সাধুর পড়িআছে ফান্দে।
পশ্চাতে দেখিমু যদি ন কান্দে ॥
লহনা সে জানে নব যুবাকালে।
কষ্ট রতি সাধু জানাইছে ভালে ॥

দাসী দুবা বোলে শুন ঠাকুরাণি।
নারীর যৌবন জোয়ারের পানি ॥ ৩৩৫
তোমার গঞ্জনা মনে ন লাগে।
ভাটা বহি গেলে কি কাজ গাঙ্গে ॥
খঞ্জন গমন কুঞ্জর গতি।
বাসরে দেখিল নিদ্রাএ পতি ॥
সল্লা * করিছে দাসী দুবলা।
গন্ধ ছিটুকাএ পতি জাগাএ অবলা ॥
জাগিআ যুবতীর অঞ্চল টানি।
চিকে ধরিআ বধএ পরাণি ॥
প্রাণ রাখ ধনি তোরে সেবি।
ভণে মুক্তারাম ভাবিআ দেবী ॥ ৩৪০

রাগ গান্ধার।

সুবদনী খুলনা নাহি তোর তুলনা
মুখ তোর জিনিছে কমল।
দিনমণি উদিত কেনে পদ্ম মুদিত
আখিযুগ খঞ্জন চপল ॥
ভুরুযুগ ধনু তোর পাইআ অনঙ্গ চোর
প্রাণ হরে বিষম সন্ধানে।
তোর আধ নিমেষ দেখি মোর তনু শেষ
সেই ধনু মনমথ বাণে ॥
হেমময় কুচ করি রাখিছ কাঞ্চুলী বেড়ি
তাহে মার মানস তস্কর।
তাকিয়া ভাকিয়া রহে কই গতি নিধি নহে
অভিমান প্রাচীর দুষ্কর ॥

সল্লা—সলা, পরামর্শ।

পসার সাজাইআছ রূপে কেনে বা মজাবা কূপে
বিকি কর পালজি দোকানে।
প্রেমধন অতিশয় কর প্রিয়া সঞ্চয়
প্রয়োজন নাহি অভিমানে॥
কামে কাতর মতি অথ কহে ধনপতি
তাহে রামা নাহি অনুমতি।
সাত পাচ ভাবি মন আদি অন্ত বিবরণ
নিবেদন করএ যুবতী॥ ৩৪৫
দেবীর চরণসিন্ধু তাহে নখ যেন ইন্দু
উপর্জিআ গগনে উলিছে।
মুক্তারাম দুইটি আখি চকোর চকোরা পাখী
সেই সুধা লাগিআ ভুলিছে॥

পয়ার।

করুণ।

শুন প্রাণপতি হের নিবেদন করি।
দ্বাদশ মসেতে দুঃখ তোমাতে গোচরি॥
অভাগী খুলনার কোন অপরাধ পাইলা।
পত্র লিখি অটবীতে ছাগল রাখাইলা॥
ভোকে ভাত তৃষ্ণাএ জল না দিছে সতিনী।
স্মরিতে সে সব দুঃখ মরি অভাগিনী॥
দুইগাছি শঙ্খ হস্তে ভগ্ন বস্ত্র পরি।
সমস্ত দিবস ভ্রমি অজা সঙ্গে করি॥ ৩৫০
তৈল আর সিন্দুর না চিনে মোর অঙ্গে।
ঘৃণাএ মনিস্ত কভু নাথ নাএ সঙ্গে॥

ওহার কারণে প্রভু সতীত্ব রাখিলুম।
আর দিন দুঃখদশা অজা হারাইলুম॥
বিচারিতে অজাগণ কটক (কণ্টক ?) অরণ্যে।
হেন কালে আচম্বিতে মেলে পঞ্চ কন্যে॥
দুর্গা সহায় হইলেন পাইলমু অজাগণ।
দুঃখদশা দূরে গেল তোমার গমন॥
তোমার চরিত্র প্রভু বদরী কমল।
মুখেতে অমিআ ঝরে হৃদয়ে গরল॥ ৩৫৫
দুঃখ নিবেদিতে মাত্র তোমা কৈলুম দেখা।
ভণে মুক্তারাম সেনে পূর্ব্বজন্মের লেখা॥

ধানশী।

সাধু বোলে মিথ্যা নহে পত্রের লিখন।
অতএব জথ কিছু দৈব নিবন্ধন॥
তিন লোকে দুঃখ শোকে কেহ না এড়াএ।
সীতা লাগি রাম গোসাঞি অরণ্যে বেড়াএ॥
নল রাজা জথ দুঃখ পাইছে অপার।
চিত্তে ক্ষেমা দেয় প্রিয়া অনিত্য সংসার॥
বাহিরে লহনা শুনি ডাকি কহে পুনি।
সে কিরূপে মিথ্যা কহ খুলনা বাখ্যানি॥ ৩৬০
সাধু বোলে তার শাস্তি করিমু তোমাএ।
এ বলিয়া সদাগর রমণী সান্ত্বাএ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে লৈয়া মুখে মুখ জুড়ে।
খুলনা হৃদয়ে কাম তখনে সঞ্চরে॥
কামকলা ভোগে দুহে হইআ উশৃঙ্গ।
দেবীপদ-সরোরুহে মুক্তারাম ভৃঙ্গ॥

রাগ ভূপালী।

জেমত নাগর সাধু তেমত যুবতী।
মন অভিমত দুহে ভুঞ্জএ ছুরতি॥
সঘন চুম্বএ কান্তা আলিঙ্গন করি।
ক্ষুধাএ আকুল ব্যাধ যেন তরবরি॥ ৩৬৫
ভুজলতা-পাশে পতি বান্ধে রতি আশে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুএ গরাসে॥
ক্রমে ক্রমে দুহু অঙ্গ হএ আমর্দ্দন।
মেঘ হোতে নিস্বরিআ চন্দ্রের কিরণ॥
হইল অলস চিত্ত ছাড়িল কামিনী।
মকরন্দ পিএ অলি ত্যাগএ নলিনী॥
গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ঘোষা।

অএ শিব শম্ভু রে হএ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয়॥ ৩৭০
আদি শকতি ইত্যাদি।
প্রভাতে শঙ্কর স্মরি জাগে ধনপতি।
শুভক্ষণে খুলনা হইছে ঋতুবতী॥
জানিআ লহনা কৈল মঙ্গল আচার।
আইগণ আসিলেক বিবিধ প্রকার॥
তৈল সিন্দুর দিল আইগণ প্রতি।
বিদায় হইআ সর্ব্ব নিজ পুরে গতি॥
তদন্তরে আমন্ত্রণ কৈল জ্ঞাতিগণ।
চৌদ্দ শত (জ্ঞাতি ?)* আসি হইল উপাসন॥

---

* মূলে 'জ্ঞাতি' স্থলে 'হাতী' আছে।

গুআ পাণ নহি লএ বর্ণিকের গণ।
রাঘব দত্তে সভামাঝে বলিছে বচন ॥ ৩৭৫
যুবক বয়সে রামা রাখিছে ছাগল।
পরীক্ষা দেআইব কন্যা বর্ণিক সকল ॥
তা শুনিআ সদাগরে খলুনারে কহে।
পরীক্ষা লইতে তোহ্মার জ্ঞাতিএ বোলএ ॥
খলুনাএ বোলে জ্ঞাতির জেমত মানস।
পরীক্ষা লইতে আমি করিলুম সাহস ॥
বর্ণিক সকল গিআ নৃপ আজ্ঞা পাইআ।
পরীক্ষা দেয়াএ কন্যা সভাতে আনিআ ॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তরামে ভাষে ॥ ৩৮০

ঘোষা।

মাতা ভকতবৎসলা।
সেবক-সদয়া মাতা অখিল-মঙ্গলা ॥
খর্গধার আনি ধরে কন্যা বিদ্যমান।
চণ্ডিকা স্মরিআ চড়ে নহে[1] অপমান ॥
প্রথমে পরীক্ষা রামা সতীত্ব জানাইল।
দুরন্ত রাঘব দত্তে তাহা না মানিল ॥
পুষ্প সাজি আনি দিল নিশ্চয় করিআ।
জল ভরি খুলনাএ আনিল তুলিআ[2] ॥
তদন্তরে সর্পঘটে অঙ্গুরি ভরিছে।
ঘটমুখে সর্পগণে পেখন ধরিছে ॥ ৩৮৫

১। 'নহে' স্থলে 'নাহি'— ২য় পুথি।
২। পুষ্প সাজি আনি দিল কন্যা বিদ্যমান।
জল ভরি খুলনায়ে আনে ত্বরমাণ ॥— ঐ।

একচিত্তে খুলনাএ স্মরে মহামাএ।
অঙ্গুরী তুলিতে কন্যা সর্পগণ খাএ॥
রাঘব দত্তে বোলে ইহা মন্ত্রের সাধন।
ঘৃত কাঞ্চন এড়াএ কন্যা[১] বুঝিব কারণ॥
তাম্রকুণ্ডে ভরি ঘৃত অগ্নি সম করি।
রাঘব দত্তে বোলে এহা তোলহ অঙ্কুরী॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ঘোষা।

ত্রাহি ত্রাহি মাং ত্রাহি আই দেবি মাই।
ত্রাহি মাং ত্রাহি॥ ৩৯০
আদি শকতি ইত্যাদি।
সারদা সহায়ে কন্যা অঙ্কুরী তুলিল।
রাঘব দত্তে জ্যোতির্ম্ময়[২] লইতে বলিল॥
জ্যোতির্ম্ময় মধ্যদেশে[৩] খুলনারে থুইল।
পরশন মাত্র অগ্নি গগন ছুইল[৪]॥
অগ্নি অভ্যন্তরে কন্যা আছএ সচ্ছন্দে।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সব অতিশয় কান্দে॥
লোকের সমুখে মাত্র কান্দএ লহনী।
মনে মনে মনকলা খাএ রৌক খুলনী॥
কতক্ষণে অগ্নি যদি পাইল নির্ব্বাণ।
খুলনা আসিআ ভেল সভা বিদ্যমান॥ ৩৯৫

১। 'কন্যা' স্থলে 'সতী'— ২য় পুথি।
২। 'জ্যোতির্ম্ময়' স্থলে 'জতুময়'— ঐ।
৩। 'মধ্যদেশে' স্থলে 'মধ্যে নিরা'— ঐ।
৪। 'গগন ছুইলা' স্থলে 'গগনে উঠিল'—ঐ।

জ্ঞাতি আজ্ঞা লইআ সাধু সূর্য্য-অর্ঘ্য দিল।
নানান প্রকারে তথা বাদিত্য বাজিল॥
জয় জয় জয়কার দিল নারীগণে।
মুক্তারাম সেনে ভণে সারদা স্বপনে॥

রাগ পটমঞ্জরী।

করি সাধু পুনর্ব্বিহা দ্বিজেরে দক্ষিণা দিআ
গেলা সাধু গৃহ অভ্যন্তরে।
জ্ঞাতিগণ সঙ্গতি হরিষে পুলকমতি
ভোজন করিল সদাগরে॥
ব্যবহার করি ঘরে যার জেই নিজ পুরে
বিদায় করিলা সর্ব্বজন।
এই মত সদাগর কত দিন নিজ ঘর
বঞ্চে সাধু হরসিত মন॥
শুন একচিত্ত হইআ বলিএ চণ্ডিকা লইয়া
বৈসে দেবী কৈলাশ-শিখর।
মালাধরে নিত্য (নৃত্য) করে সঙ্গে সহ পরিবারে
নিত্য করে দেবীর গোচর॥ ৪০০
থৃঙ্গ থৃঙ্গ[১] মৃদঙ্গ ঘন বাজে তাল সঙ্গ
পদগতি খঞ্জন গঞ্জিছে।
থাথোআ থেআ থেআ[২] সঙ্গীত শবদ কৈআ
দৈবযোগে তাল বিভঞ্জিছে[৩]॥

১। 'থৃঙ্গ থৃঙ্গ' স্থলে 'ধিঙ্গধিঙ্গ'— ২য় পুথি।
২। 'থাথোআ থেআ থেআ' স্থলে 'থাথোইয়া থাথোইয়া'—ঐ।
৩। 'বিভঞ্জিছে' স্থলে 'বিবর্জ্জিছে'— ঐ।

তাল ভঙ্গ হইল তাহে ক্রোধে আবেশ মাএ
শাপি বোলে মর্ত্ত্যে জাইবার।
খুলনা জঠরে জর্ম্ম ভোগ গিয়া নিজ কর্ম্ম
দুই নারী সঙ্গতি তোমার॥
তিন জীব তিন ঠাই জন্মাইলা মহামাএ
উজানীতে সিংহলেতে সীমা।
মুক্তারাম সেনে কহে হও যদি সদয়ে
তবে জানি তোমার মহিমা॥

মালশী।

এই ভব-সাগরে দুরুগা সার।
শঙ্করে না জানে মহিমা অপার॥
শমন জিনিতে অভীষ্ট যার।
ওই নাম দুর্গা জানি সে তার॥ ৪০৫
সে জনে না পাএ কলুষ ভার।
যেন হংসের গতি জলেতে সাতার॥
রোল[১] মুক্তারাম দুস্তরে আর।
দুর্গা তারিণী বিনে ভরসা কার॥

ধুয়া।

আদি শকতি ইত্যাদি।
দেবীবরে খুলনার গর্ভশঙ্কা ভেল।
দিনে দিনে পঞ্চ মাস ওহাতে গইল[২]॥

১। 'রোল' স্থলে 'বলে'— ২য় পুথি।
২। দিনে দিনে পঞ্চ মাস ওহাতে গোঙাইল—ঐ।

প্রথম প্রসূতা রামা গর্ভশঙ্কা জানি।
তিলে তিলে পলে পলে ভাবএ ভবানী ॥
হেন কালে নৃপতিএ বোলাএ সদাগর।
ভাণ্ডারে বাড়িছে বোলে চন্দন চামর ॥ ৪১০
সিংহলেতে যাও সাধু আমার আরতি।
চামর চন্দন আনি দেঅ ধনপতি ॥
ভূপতির আজ্ঞা সাধু লঙ্ঘিতে না পাএ।
যাত্রা করিতে সাধু নিজ পুরে[১] জাএ ॥
ডিঙ্গা সব তুলিবারে ডুবারুক[২] বোলে।
তখনে ডুবারুগণে সপ্ত ডিঙ্গা তোলে ॥
খুলনারে শুভ ক্ষণে পঞ্চামৃত দিল।
দিন মাস পক্ষ এক[৩] পত্রেত লিখিল ॥
আপনার পুর লেখে উজানী সহর।
লহনা খুলনা নাম লেখে তদন্তর ॥ ৪১৫
এই গর্ভে কন্যা যদি হএত আহ্মার।
সত্যভামা নাম হেন রাখিবা ওহার[৪] ॥
পুত্র হইলে নাম তান রাখিয় শ্রীপতি।
কঠিনী প্রদান করি পঠাইঅ অতি ॥
আমার বিলম্ব যদি পাটনেতে হএ।
উদ্দেশে পাঠাইআ দিবা বিলম্ব নিশ্চয়ে ॥
এ সব লিখিআ পত্র খুলনারে দিল।
তখনে খুলনা রামা কান্দিআ বলিল ॥

১। 'পুরে' স্থলে 'গৃহে'— ২য় পুথি।
২। 'ডুবারুক' স্থলে 'ডুবারুকৈ'— ঐ।
৩। 'এক' স্থলে 'তিথি'— ঐ।
৪। সত্যভামা হেন নাম রাখিয় ওহার— ঐ।

তোমার হস্তের দেও অঙ্গুরী নিশান।
সেই ক্ষণে সদাগরে দিলা তুরমান[১] ॥ ৪২০
গৌরীপদ নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

রাগ—কহু।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইআ যুবতী নব মধু হে
অলি হইআ রহে কালা কাছে[২] ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
তদন্তরে খুলনাএ শুচি হইআ মন।
ভক্তি করি পূজে রামা দুর্গার[৩] চরণ ॥
লহনা কহিল গিআ সদাগর স্থান।
খুলনা পূজএ বুঝি তুয়া[৪] অপজান ॥ ৪২৫
শুনিয়া কোপিত সাধু বুদ্ধি বিমোহিত।
ত্বরমাণে সেইখানে তথা উপস্থিত ॥
ডাইন পদে[৫] ঠেলে ঘট পেলিবার আশে
খুলনাএ সাবুটিআ রাখে একু পাশে ॥

১। 'তুরমান' স্থলে 'ত্বরমাণ'— ২য় পুথি।
২। 'কাছে' স্থলে 'পাশে'— ঐ।
৩। 'দুর্গার' স্থলে 'চণ্ডিকার'— ঐ।
৪। 'তুয়া' স্থলে 'তোহ্মা'— ঐ।
৫। 'পদে' স্থলে 'পায়ে'— ঐ।

শাস্ত্রের প্রমাণ রামা সাধুরে বুঝাইআ।
পঞ্চগব্যে পুনর্ব্বার ঘট অভ্যশ্চিআ[১] ॥
দেবীরে স্তবএ রামা রোদিতে রোদিতে।
কহে নিজপতি লাগি প্রাণে না বধিতে ॥
হাসিয়া বলিলা দেবী ক্ষেমিবারে পারি।
কিছু[২] না ভোগিলে কর্ম্ম খণ্ডাইতে না পারি ॥ ৪৩০
সেইক্ষণে ঘটে জেই আছএ নির্ব্বন্ধ।
ডাইন পাও স্থূল সাধুর বামচক্ষু অন্ধ ॥
ভবানী নিন্দক জনের ভস্ম হএ মান।
সত্য সত্য এই বাক্য মুক্তারামে মান[৩] ॥

ঘোষা। *

অএ ভোলানাথ রে হএ।
শিব শিব স্মর মনে জে হএ সে হএ ॥

আদি শকতি ইত্যাদি।

তদন্তরে দৈবজ্ঞ বোলাএ সদাগর।
যাত্রা করি চলে সাধু স্মরিআ শঙ্কর ॥
দক্ষিণ থাকিআ সর্প বাম দিগে স্থিতি।
জোগিনী মাগএ ভিক্ষা দেখএ কুরীতি ॥ ৪৩৫

১। "ঘট অভ্যশ্চিআ" স্থলে "ঘট জে অর্চ্চিয়া' ২য় পুথি।

২। 'কিছু' স্থলে 'কিন্তু'— ঐ।

৩। 'মান' স্থলে 'গান'— ঐ।

* ইহার অন্তর্গত অংশের পাঠ ২য় পুথিতে একবারে সম্পূর্ণ নূতন দেখা যাইতেছে। উভয় পুথির পাঠের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব দেখিয়া ২য় পুথির পাঠ এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

জ্যোতিষী আনিয়া সাধু শুভক্ষণ করি।
জাত্রা করি চলে সাধু বাহির নগরী ॥

তৈলের পসার দেখে দক্ষিণে(ত) শিবা।
এথ অমঙ্গলে কিবা না টলএ জীবা॥
শঙ্কর স্মরিআ সাধু ডিঙ্গাতে চড়িল।
পালঙ্গি বিছানি করি রৈঘরে বসিল॥
একে একে মেলিলেক সপ্ত মধুকর।
ভ্রমরা বাহিআ নদী বাহিল বিস্তর॥
জথ জথ বাক বাহে কথ দিব লেখা।
ত্রিপিণীর ঘাটে গিআ সাধু দিল দেখা॥

মাও সত মাও বন্দি পাটনে চলিল।
নগরের মধ্যে জাইতে কুঞ্জর দেখিল॥
সর্প আর শিবা সাধু দেখে বামভাগে।
পুষ্পমালা সাধুরে মালীয়ে জোগায় আগে॥
বৎস সহিতে গাভী দেখয়ে দক্ষিণে।
মদ্য মাংস দধি দুগ্ধ দেখয়ে তখনে॥
ডিঙ্গাতে চড়িয়া সাধু রৈ ঘরে বসিল।
খুলনা কান্দয়ে দেখি অনেক সান্ত্বাইল॥
ডিঙ্গা মেলিবারে সাধু কাণ্ডারেরে কহে।
মধুকর আদি সপ্ত নাওরা মেলয়ে॥
দেবী জয় শব্দ করি পাইকের গণ।
সারিগাই বাহে ডিঙ্গা হরসিত মন॥
ভ্রমরা বাহিয়া হেলে মুনির ঘাঠে গতি।
চামরি মঙ্গলকোটা বাহে শ্রীয়পতি॥
ইন্দ্রাণি সফরি বাহে কুমুদপুরা জায়ে।
ললিতপুর নবদ্বীপ বাহিল ত্বরায়ে॥
ডিঙ্গা ছাপান দিল ত্রিপিণীর ঘাটে।
স্নান দান করে সাধু সেই গঙ্গার তটে॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে যেন মুক্তারামে ভাষে॥

গঙ্গার জলে শিব পূজে ভাবে হইআ লোল।
উদ্দেশে জাহ্নবী স্মরি মুক্তারামে বোল॥ ৪৪০

রাগ—সুই।

সুরধুনী গঙ্গে তিন স্রোত রঙ্গে
ভাগীরথী সুগতিদায়িনী।
হইলে সলিলকায় হরের সঙ্গীত বাহে
হরিপ্রেম তরঙ্গ জানি॥
সুধাধারা তুআ নীর শূন্যেতে হইআ স্থির
ব্রহ্মরুদ্রে ব্রহ্মাণ্ড বিহরে।
জীবের নাশিতে মল বক্রগতি মহীতল
সিন্ধু সঙ্গে কুণ্ডলী কুহরে॥
তুআ জল মহৌষধি এক বিন্দু লভে জদি
কলুষে অসুস্থে সুস্থ হএ।
সেই জন ভাগ্যবান জমরাজ স্তবমান
তার আউগে (আগে) আজ্ঞাবশ রহে॥
শশিধর-শিরবাসী ত্রিপথগমনে আসি
ভগীরথ তরাইলা সবংশে।
ভণে সেন মুক্তারাম তুআ জল মনস্কাম
রহিছে[১] মানস রাজহংসে॥

রাগ—মল্লার। *

কনক অঞ্জলিধন গঙ্গাএ করিআ পণ
উঠে সাধু ডিঙ্গার উপর।

১। 'রহিছে' স্থলে 'সদায়ে'—২য় পুথি।

* ইহার অন্তর্গত অংশটি ২য় পুথিতে একবারে সম্পূর্ণ নূতন দেখা যাইতেছে। উভয়

অনেক বাহিআ স্রোত বাক বাহে উপগত
তথা দেবী জানিলা সত্বর ॥ ৪৪৫
দেবী বোলে মঘবান মেঘ লইয়া তুরমান
এইক্ষণে মোকরাতে জাও।
ধনপতি সদাগর রাখি তার মধুকর
ছয় ডিঙ্গা তরঙ্গে ডুবাও ॥
আজ্ঞা কৈলা বেদমাএ দ্রোণ আদি মেঘ জাএ
গগনে আবরে মেঘ ঠাঠ।
বায়ু বহে চলাচল ঢেউ হইল থলাথল
ডিঙ্গাএ চলিতে না পাএ বাট ॥
ক্ষেণে ডিঙ্গা উঠে উভে ক্ষেণে নদী হএ মুড়ে (মুভে ?)
ঘুমিয়া ঘুমিয়া বহে ঠাঠ (বাএ ?)।
প্রাণ শক্তি গাঞ্রিতর দাড়ে করিয়া ভর
অন্ধকারে উদ্দেস না পাএ ॥

পুথির পাঠের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব দেখিয়া ২য় পুথির পাঠ এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

পাহি রাগ। (?)

তদন্তরে সদাগর বাহি মহি নগর
মদন পুর সপ্তমুখি বাহে।
জেন মাত্র শ্রীয়পতি মোকরায়ে উপনীতি
কৈলাশে জানিলেন মহামায়ে ॥
ইন্দ্রেরে বলিলা আই মোকরার ঘাঠে জাই
মেঘ লৈয়া কর বরিসন।
ইন্দ্র আজ্ঞা মেঘ সবে ঘন ঘুর-ঘর রবে
অন্ধকার করিল গগন ॥
বিপরীত ঝড় বা নঙ্গর ছিড়িল না
ত্রিন (তৃণ) হেন ঘুমায়ে সাগরে।
ভয়ে ভীত হইয়া মন ভাবি মায়ের চরণ
কান্দে শ্রীয়পতি সদাগরে ॥
রাখ রাখ বলে মাতা * * *
* *

অতঃপর ২য় পুথির ২৪—২৭ পত্র গুলি নাই।

একবারে ঝড়-বায়ু ডিঙ্গা সব টুটে আয়ু
পাছাড়িআ তরঙ্গে আবরে।
তা দেখিআ সদাগর ত্রাহি ত্রাহি স্বরে হর
বাহো বোলে থাকি মধুকরে॥
মকরা বাহিল জবে সঙ্গম ছাড়িয়া তবে
সিন্ধু বাহি কড়িআদহে জাএ।
কড়ি বন্দী করিআ শঙ্খ দহে উত্তরিআ
শঙ্খ বন্দী করিল তথাএ॥ ৪৫০
জোগাদহ আদি জথ বাহি সাধু কথ স্রোত
উত্তরিল কালীদহের পানি।
জানিলেক মহামাএ সেন মুক্তারামে গাএ
অবিলম্বে চলিলা ভবানী॥

রাগ তুড়ি (বসন্ত)।

ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুরা সুন্দরী ছোহে[১]।
এ কি অঙ্গ ছটা কথ অরুণ ঘটা
শিব জোগীয়া মন মোহে॥
কালিদহে সৃজে মাতা কমলের বন।
তছু পরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ॥
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ক্ষেণে গিলে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা॥
কোনখানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একু মেলি॥ ৪৫৫
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে জাই পুছএ কুশল।
তথাপিহ কারে কেহ নহি করে বল॥

১। 'ছোহে' স্থলে 'হে'—২য় পুথি।

ডিঙ্গাপরে সদাগরে কাণ্ডারেরে কহে।
কাণ্ডারিয়া না দেখিয়া সাক্ষি নাহি হয়ে॥
ডিঙ্গা বাহি সেই ঠাই চলিলা সত্বর।
সিংহলেতে উপস্থিত হইল সদাগর॥
অতিশয় পরিচয় ভেটয়ে নৃপতি।
কর্ম্মভোগে দুঃখ জোগে হইল উপনীতি॥
ছলমতি ধনপতি রাজার (ঠাই) কহে।
পদ্মিনী নলিনী বনে রহে কালিদহে॥ ৪৬০
নিরন্তর করিবর সংহারে লীলায়ে।
আর কথ লীলা জথ কহন না জায়ে॥
পাত্রে বলে সেই জন দেখাইতে নার।
একচিত্তে কহ সত্যে কোন বস্তু হার॥
সাধু বলে যদি নহে ডিঙ্গা সমে নিয়।
যদি মিথ্যা হয়ে কথা কারাগারে দিয়॥
কহে রাজা সঙ্গে প্রজা ছত্রদণ্ডধারী।
কালিদহে জদি হয়ে কমলে কুমারী॥
কর জোড়ে সদাগরে কহিছে তখনে।
কর্ণধার সাক্ষি আছে জিজ্ঞাস আপনে॥ ৪৬৫
কমল দেখিল সাধু মুক্তারামে গায়ে।
মানস মানস অলি ঘুরয়ে সদায়ে॥

রাগ—খর্ব্বছন্দ।

কর্ণধার ডাকি রাজা জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তবে নি পদ্মিনী সত্যে কালিদহের পানি॥
কর্ণধারে বলে রাজা মিথ্যা কহি কিবা।
নরকে ডুবিতে বল না দেখিছি জেবা॥

কথায়ে কমল বন কথায়ে পদ্মিনী ।
আহ্মরা না দেখি সাধু সাক্ষি করে পুনি ॥
রাজায়ে করিল আজ্ঞা কোটয়াল তরে ।
জিনিলাম সদাগর রাখ কারাগারে ॥ ৪৭০
গৌরীপদনখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে ।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

ঘোষা ।

অএ শিব সম্ভুরে হরে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা অভেদ নিশ্চয়ে ॥
জেন মাত্র দণ্ডধরে কৈল হেন রাও ।
চমকি উঠিল তখন ধনপতির গাও ॥
সাধু বোলে মহারাজা কহি তোহ্মা ঠাই ।
ধন জন নেয় রাজা ছাড়ি দেয় জাই ॥
অপরাধ কৈলুম রাজা চিত্ত কর শান্ত । *
* * * ৪৭৫
* * *
রাঙ্গাপদ অন্তকালের কাম ॥
কাণ্ডার সহিতে আছে সাধুর নন্দন ।
ক্রোধ করি কতোয়ালে বলিছে তখন ॥
ছাড়রে যুকতি বেটা বণিককুমার ।
এক কোপে জাইবে কাটা দেখ অসিধার ॥
তা শুনিয়া শ্রীমন্তে হস্তজোড়ে কহে ।
তর্পণ করিতে পারি জদি আজ্ঞ্যা (আজ্ঞা) হয়ে ॥
কাকুতি শুনিয়া কতোয়াল কৃপাযুক্ত হইল ।
বন্ধন খশাইয়া সাধু জলেতে নামাইল ॥ ৪৮০

---

* অতঃপর পুথির ২১—২৭ পত্রগুলি না থাকায় এখানে কতকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। এই পত্রগুলিতে রাজার সহিত শ্রীমন্তের কথোপকথন, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়া কাটিবার আদেশ ও শ্রীমন্তের প্রাণ ভিক্ষা প্রভৃতি ছিল, সন্দেহ নাই।

সাধুর চারি ভিতে পাইক চড়ি তরণীতে।
দেখিয় দেখিয় বলি আছে সমাহিতে॥
জলেতে নামিয়া স্নান করে সদাগর।
দ্বাদশ প্রকারে কোঠা কৈল তদন্তর॥
তাম্রপাত্রে তিন মোটক জল লৈয়া।
নামে নামে তর্পে নিজ গোত্র উচ্চারিয়া॥
বিষাদ ভাবিয়া করে পিত্রির তর্পণ।
কোন মতে না দেখিলুম তোহ্মার চরণ॥
সতিন উদক লও খুলনা জননী।
তোহ্মার চরণ মাও না দেখিলুম পুনি॥ ৪৮৫
স্মরিয়া লহনা আদি তর্পণ করিল।
গুরু জনার্দ্দন স্মরি কান্দিয়া কহিল॥
জারজ বোলিয়া গুরু গালি দিলা কিসে।
তেকারণে চলি আইলুম পিতার উদ্দেশে॥
সকলে ছিরার দোষ দেখিতে জুয়াএ।
কর্ম্মদোষে মোসানেতে পরাণ হারায়ে॥
কোতোয়ালে বলে সাধু কত কর ব্যাজ।
জলেতে কাটিমু নহে রাখি কোন কাজ॥
অস্থে বেস্থে তর্পণ সঙ্কলে সদাগর।
কাণ্ডারে জোগায়ে বস্ত্র হস্তের উপর॥ ৪৯০
বস্ত্র লৈয়া ঝারে সাধু পরিবারে আশে।
হেন কালে অষ্ট দুর্ব্বা পড়ে সাধুর পাশে॥
মস্তকে তুলিয়া তাহা বোলে সদাগর।
এবে সে জানিয় কাণ্ডার দুঃখ গেল দূর॥
অষ্ট দুর্ব্বা পাইয়া সাধুর হইল সাহস।
ভণে মুক্তারামে মাতা পূরাও মানস॥

ঘোষা ।

দশভুজা দেবী মহামায়ে ।
অধম কিঙ্কর জানি রাখ তুয়া পায়ে ॥
অষ্ট দুর্ব্বা লইয়া করে সাধুর নন্দন ।
ধ্যান করে য়েক (এক) চিত্তে দুর্গার চরণ ॥ ৪৯৫
ভয়াকুল হইয়া ভাবে অভয়া ভবানী ।
জটাজূটধারী তপ্তকাঞ্চন বরণী ॥
কেশরী বাহন তুহ্মি দেবী দশভুজা ।
মৈষাসুর বধিয়া ত লৈলা ইন্দ্রপূজা ॥
খর্গ শূল চক্র বজ্র নাগপাশ অতি ।
অঙ্কুশ কুঠার ধনু খেটক প্রভৃতি ॥
দশ করে দশ অস্ত্র বিজুলি সঞ্চরে ।
সিংহে থাকি লাম্প দিছ মৈষ উপরে ॥
পাটন্নেতে চলি আইলু আঙ্গ্যায়ে (আজ্ঞাএ) তোহ্মার ।
মোসানেতে প্রাণ হারায়ে দাসীর কুমার ॥ ৫০০
দুরন্ত রাজার পাইক বধয়ে জীবন ।
নিজ সত্য পালি রাখ দাসীর নন্দন ॥
নমোহু নমোহু দুর্গা নমো মহামায়ে ।
মথুরাম সেন সুত মুক্তারামে গায়ে ॥

রাগ—সুহি ।

ঘোষা ।

কয়ে কালী কুল রামা খএ খর্গ ধরি বামা
গয়ে গঙ্গা গিরিজাদি সতী ।
ঘয়ে ঘোর ঘনশ্যামা উমে উগ্রতারা বামা
চয়ে চণ্ডী চিতায়ে বসতি ॥

ছয়ে ছিন্ন ছন্ন মস্তা জয়ে জত্রি কর্ম্ম বস্তা
ঝয়ে ঝমকিত অসিধার।
নয়ে নির্গতির নীতি টয়ে টুক দিয়া মতি
ঠয়ে ঠাঠ ঠুমুকে সংহার॥
ডয়ে ডগমগ জিয় ঢয়ে ঢোকে রক্ত পিয়
আনয়ে আনল নিস্তারিণী।
তয়ে ত্রিপুরারি-জায়া থয়ে স্থিতিরূপে কায়া
দয়ে দুর্গা দুস্তর তারিণী॥ ৫০৫
ধয়ে ধর্ম্ম-পরায়ণী নয়ে নমো নারায়ণী
পয়ে পরিত্রাহি তুহ্মি সে।
ফয়ে ফণি দহে ঘট বয়ে বন্ধু তুমি বট
ভবেতে ভবানী ভিন্ন কে॥
ময়ে মাতা মহাধন্যা যয়ে যশোদার কৈন্যা
রয়ে রবিরঞ্জ গুণহতা।
লয়ে লক্ষ্মী লজ্জা ধৃতি বয়ে বিষ্ণুবক্ষে স্থিতি
শয়ে শিব সব শক্তিভূতা॥
ষয়ে ষড়াননমাত্রি সয়ে সর্ব্বসিদ্ধি ধাত্রী
হয়ে হংস জিব খেলা রসে।
ক্ষয়ে ক্ষ্যাতি অর্দ্ধশশী বর্ণকুলে বিহরসি
মুক্তারাম সেনের মানসে॥

ঘোষা।

অয়ে মাতা ভকতবৎসলা।
সেবক সদয়ে মাগু অখিল মঙ্গলা॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
ভয়াকুল হইয়া শ্রীরা দেবীপদ বন্দে।
বাম পদ অভয়ার ঘন ঘন স্পান্দে॥ ৫১০

পদ্মারে বলিলা মাতা জানহ কারণ।
কোন সেবকে আমা করিছে স্মরণ॥
গণিয়া কহিল পদ্মা পাঞ্জিপোতা আনি।
নির্ণয় জানিয়া পদ্মা কহে যুগপাণি॥
শুনহ অভয়া কিছু মৈত্য (মর্ত্ত্য) বিবরণ।
শ্রীমন্ত নামে তোহ্মার দাসীর নন্দন॥
রাজ-আজ্ঞাএ কাটে তারে দক্ষিণ মোসানে।
উপায় না দেখে সাধু ভয়-ভীত মনে॥
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী।
থর থর কাপে অঙ্গ সরক্তলোচনী॥ ৫১৫
সেবক সঙ্কট জানি অখিল ঈশ্বরী।
সাজ সাজ বোলে মাতা করে অসি ধরি॥
শ্রুত মাত্র সাজে রথ অরুণকিরণ।
নানা বর্ণে সাজি চলে দানবের গণ॥
কেহ কেহ উর্দ্ধমুখী কেহ সূচিমুখী।
বেতাল ভৈরব চলে হইয়া কৌতুকী॥
চোষট্য জোগিনী চলে ক্ষেত্রপাল সমে।
রথভরে নামে মাতা সিংহল আশ্রমে॥
নররক্ত আশে দানব অবতার ধরে।
যুগপাণি পদ্মা কহে দুর্গার গোচরে॥ ৫২০
তোহ্মার কৃপায়ে রহে সিংহলের রাজত্ব।
আপনে খণ্ডাইবা কেনে আপনা মহত্ব॥
মায়াবেশে নারায়ণী সাধুরে খুজিয়া।
পশ্চাতে করিয় শাস্তি চরিত্র বুঝিয়া॥
তাহা শুনি নারায়ণী মায়াবেশে জায়ে।
মধুরাম সেন স্থত মুক্তারামে গায়ে॥

রাগ তুড়ি বসন্ত।

নিজ বেশ ছাড়ি মাতা ধরে মায়া অঙ্গ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সঙ্গে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
শ্বেত চামর জিনি শোভে মাথার কেশ।
অস্থি বিনে রক্ত মাংস নাহি অবশেস॥ ৫২৫
মৈদ্ধে গলিত দশনে পংক্তি নড়ে।
শব্দ প্রকাসিতে ঠেকে অধরে অধরে॥
ক্ষেণে চলে ক্ষেণে বৈসে অবশ শরীরে।
দণ্ড অবিলম্বে মাতা মোসানেতে ফিরে॥
বুদ্ধি (বুড়ি) বোলি ডাকে কোতোয়াল বুদ্ধি বিপরীত।
সেন মুক্তারামে ভণে হইয়া বিস্মিত॥

লাচাড়ি।

জীব হে কে জানে তোম্মার পরিচয়ে।
তাহা জানে ভক্ত জন প্রেমে পুলকিত মন
তার ঘটে আম্মার আলয়ে॥
আম্মার করুণা যারে স্বয়ম্ভূ রহিতে নারে
জাচে জ্ঞান জানিয়া মরম।
ভাবে ভক্ত সহি সহি তার তরে আমি যাই
পুরাই ওহার মানস করম॥ ৫৩০
বাণী কমলা হইয়া বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে রহিয়া
মৈত্যে (মর্ত্ত্যে) গতি তা সবার আশে।
কেহ বা সমপ্রতি দিতে কেহ কষ্ঠে বিনাশিতে
অন্তে অন্তে সতি নিষ্ঠাভাবে॥

শুন জীব শিবচক্রে কেলি করে বটচক্রে
আগম মথিলে পায়ে সার।
চিহ্ন যদি হয়বধূ গুরুর বচন মধু
মুক্তারামে কি বলিব আর॥

ঘোষা।

দেবী কহে পরিচয় কোতোয়াল গোচর।
পিতা মোর দ্বিজবর বারাণসী ঘর॥
নানা তীর্থে অবলীলায়ে সুখচিত্তে ফিরি।
পুণ্যস্থানে লীলায়ে চলি ভ্রমি উদয়গিরি॥
তার শেষে অতি ক্লেশে কৈলাসেতে গিয়া।
হরগৌরী-লীলা হেরি আসিলুম চলিয়া॥ ৫৩৫
এই ঠাই বড়াই করিতে বাসি লাজ।
কাম কামাখ্যা আদ্ধি গেলুম হিঙ্গলাজ॥
বদরিকা দ্বারিকা জে হেরিয়ে নিকট।
হরিদ্বারি মথুরার পন্থ সন্নিকট॥
সাগরসঙ্গমে জাইতে মনে অভিলাষ।
অকাল জঞ্জাল শুনি আইলুম তোম্মার পাশ॥
হেন বলি জায়ে চলি দেবী মায়াবতী।
ধীরে ধীর হইয়া স্থির জথায়ে শ্রীপতি॥
মায়াছলে খল খল হাসি বলে মারে।
মোর দাস কোন আশে আসিল য়েথায়ে (এথায়)॥ ৫৪০
তার মায়ে খুলনায়ে পুজিয়াছে মোরে।
ওহার সুত দুঃখযুত দেখি প্রাণ পোড়ে॥
কহি তোরে ভিক্ষা মোরে দেয় শ্রীয়পতি।
স্বর্গকুল গতি কর হও স্বর্গগতি॥

জীবদান ফল জান কি বলিমু আর।
নহে বাপ ব্রহ্মশাপ লইবা আহ্মার॥
ছাড় মায়া কতোয়ালিয়া বলে কোপ করি।
এই বুড়ি মায়াপুরী লঙ্কা-নিশাচরী॥
কহি শুন কথ ক্ষণ লোভ না করিয়।
মনের আশে রক্তমাংসে উদর ভরাইয়॥ ৫৪৫
ভক্ত লাগি কষ্টভাগী হইলা নারায়নী।
পুনর্ব্বার হস্তে তারে ধরিলা আপনি॥
হের নেয় শিরে দেয় হস্তের তুলসী।
তার জোগে দুঃখ ভোগ সুখ না পায়সি॥
কতোয়ালিয়া অভাগিয়া কুবুদ্ধি পাইল।
গলে ধরি মাহেশ্বরী দূরে খেদাইল॥
ওমা ওমা বোলে গো মা কতোয়ালিয়ার ঢেকায়ে।
কাট বা রাখ (বা) সাধু মোর নাহি দায়ে॥
তাহা জানি নারায়নী অদৃশ হইলা।
অমুক শব্দ ছিরার কর্ণেতে কহিলা॥ ৫৫০
তা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া শ্রীয়মন্তে কহে।
অএ মাতা থাক য়েথা (এথা) তবে নাহি ভয়ে॥
শূন্যে থাকি কর্ণে লাগি দেবী বোলে পুত্র।
সর্ব্বত্রে বিজয় পুত্র আহ্মি তার সূত্র॥
তোর অঙ্গে অস্ত্র ভঙ্গ হইব ওহার।
দোষ জন্যে রাজসৈন্য হইব সংহার॥
সাধু ঠাই বরদাই সিন্ধুজল আনি।
মুক্তারামে কেনে বাম ইন্দুজবয়ানি॥

ঘোষা।

নিশ্চয়ে দুর্গার নাম দমন ঔষধি।
নিশি দিশি য়েকবার (একবার) মনে জপ যদি॥ ৫৫৫
ছিয়ারে বোইসায়ে কতোয়াল কাটিবার আশে।
খর্গধার দেখি ছিয়ার মনে ভয় বাসে॥
দুই হাতে কতোয়ালিয়া খর্গ হানে তুণ্ডে।
ছিয়ার অঙ্গে লাগি খর্গ হইল খণ্ড খণ্ডে॥
লজ্জা পাইয়া কতোয়ালিয়া হাতে খর্গ লইল।
সেই খর্গ সাধুর অঙ্গে খণ্ড খণ্ড হইল॥
ক্রোধমুখে খর্গ হস্তে হানে ভাগে ভাগে।
নিরন্তর ছিয়ার অঙ্গে ঝনঝনি লাগে॥
গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥ ৫৬০

ঘোষা।

ভক্ত পিয় রে ভবানী নাম মাধুরী হে।
জেন পদ্মে ভ্রমরের চাতুরি হে॥
বের্থ হইল খর্গ যদি হস্তী টুকাইছে।
ধ্যান মনে শ্রীরা দেবীর পদে আর্শ্চাদিছে॥
জে পদ লভিয়া হর মৃত্যুঞ্জয় নাম।
কি করিতে পারে হস্তী সে পদ বিশ্রাম॥
সাধুরে দেখিয়া হস্তী চিৎকারিয়া ধায়ে।
অঙ্কুশ হানিয়া মাহুত রাখিতে না পারে (পায়ে ?)॥
রাজ অঙ্গীকার কতোয়াল কভো নহি ছাড়ে।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সৈন্য বহু অস্ত্র মারে॥ ৫৬৫

ওই নাম জপি নাম জপে সদাগর। (?)
অস্ত্রে কি করিব তারে হইছে অমর॥
তথাপি মনিস্যবুদ্ধি ছিরারে জানিলা।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে দেবী মাত্রিকা পুরিলা॥
দেবীর অপাঙ্গভঙ্গি মুক্তরামে জানে।
দুষ্ট সংহারণ শিষ্ট অভিমত স্থানে॥

— —

মাতা কটাক্ষি জুঙ্কার ধ্বনি পুরন্তি।
মোশানেতে মাত্রিগণ শব্দ করন্তি॥
রাজসেনা জেন ফেনা জুঝে মিথ্যা আশে।
গণ্ডুসের জেন থির মাত্রিগণে গ্রাসে॥ ৫৭০
প্রাণ হারায়ে নিশীরায়ে সমর শঙ্কটে।
ভগ্ন সেনা বার্ত্তা জানায় নৃপতি নিকটে॥
সময়ে অবলা ফিরে হইয়া অবতার।
কঁতোয়াল আজ্ঞাপাল তোঙ্কার সংহার॥
বহু বীর হইয়া স্থির জুঝে দেবীর আগে।
শুনি নৃপে সৈন্য কোপে পাঠায়ে ভাগে ভাগে॥
অশ্বরোহ গজরোহ জুঝে সেনা দক্ষ।
জোগীনিয়ে রক্ত পিয়ে পাইয়া বহু ভক্ষ্য॥
আপনে ব্রহ্মাণী আদি অষ্ট মূর্ত্তি ধায়ে।
হান হান যুদ্ধ মনে ঘন ঘন রায়ে॥ ৫৭৫
হস্তে অসি রণে পশি জুঝয়ে চামুণ্ডা।
মায়াবলে সৈন্য গিলে ভয়ানকতুণ্ডা॥
কালীপদনখচন্দ্র-যুগল সদায়ে।
হরিলাল মুক্তারাম নাম রাখ মায়ে॥

— —

গীত পিঙ্গল।

ভালি নাচে রে চামুণ্ডা উগ্র তুণ্ডাই।
তর্জ্জে গর্জ্জে রণে সজ্জে গলে নরমুণ্ডাই॥
ঘোর রব পুরে নব কাদম্বিনী কালী হে।
গলিত চিকুর মিত (সিত ?) আউল্যাইয়া চিকুর হে॥
কপালে অলকামালা ঝলকে সিন্দুর হে।
গম্ভীর অস্থির হাসি রিপুকুল শোভ হে॥ ৫৮০
রক্তধারাময় ঘোরা অঙ্গ রঙ্গ সোভয়ে।
শিরে ইন্দু ঘর্ম্মবিন্দু মেঘ আড়ে চাঁদ হে॥
হৃষ্টমুখী সদায়ে সুখী অধর সুছন্দ হে।
নাসা পরে নৃত্য করে বেসরমণ্ডল হে॥
কি মহিমা সুভঙ্গিমা কার্পাসাম্বর হে ?
নিতম্ব সঘন কম্প লম্ব লম্বা উরু হে॥
পদাঙ্গুলে রবি উলে ধূর্জ্জটিরঙ্গিমা হে।
নূপুরে সুতান পুরে ধূর্জ্জটিরঙ্গিমা হে॥
সোপঞ্জনি (?) কথ মণি মুকুতা জড়ন হে।
তজ্য (তজ্জ ?) তালে নাচে ভালে মুক্তারাম মন হে॥ ৫৮৫

বাঙ্গালা বসন্ত।

আনন্দে বিহরে কালী জোগিনী সমাজে।
ভৈরবা ভৈরবী নাচে শিবা কুল সাজে॥
মলয়জ সমীর সহায় ঋতুরাজে।
নবরঙ্গে বটে মায়ে কেলিরস কাজে॥
কোকিলে কুহরে কুহু বিঘূর্ণিত অলি।
অসুর-রুধিরে শ্যামা করে রসকেলি॥

ক্ষেণে নটবর বেশ ক্ষেণে বটে রামা।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুধাপানে ফাগু খেলে শ্যামা॥
শ্যামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।
তছু পদধুলি মাগে সেন হরিলালে॥ ৫১০

রণস্থলে তোলবোল রক্তে পরিপূর্ণ।
ক্ষেণেক মধ্যে হইল সত্ব নৃপদল চুর্ণ॥
কোনখানে মান্ত্রিগণে শব-নৌকায়ে চড়ি।
রক্তস্রোতে নরমুণ্ডে কেরুয়াল ধরি॥
শোণিত অমৃত প্রায় কেহ কেহ খায়ে।
মুখ ভরি রক্ত ধরি হেকায়ে উড়ায়ে॥
নর খায়ে নৌকা বাহে কেহ কেহ নাচে।
খাবরে রুধির পূর্ণ কেহ কারে জাচে॥
মায়াছন্দে অরবিন্দে কুমারী হইয়াছে।
নিস্তারিয়া কেহ কেহ রাজাতে কহিছে॥ ৫১৫
শ্রুত মাত্র শোকে আত্ব (আর্ত্ত?) রাজা বিমরিসে।
লীলাগতি ভগবতী আমি রহি কিসে॥
আপনে মোশানে রাজা করিলা গমন।
দেখিয়াত ভয় পাইয়া হরিলেক জ্ঞান॥
কতক্ষণে চেতনে স্তবন নরপতি।
মুক্তারাম-মনস্কাম পুরাও ভগবতি॥

রাগ গোলক ভৈরব।

সব ঘঠে আত্ত (আত্ম) রূপ হরবধূ মাই।
বড় ভাগ্যে তুয়া চরণ দরশন পাই॥
দশ নাড়ী সমতুল কুলনাড়ী হইয়া।
দেহ-গেহ আছে চিত্ত পঞ্চ সখী লইয়া॥ ৬০১

কাহারে খাইছ তুহ্মি ভব অনুরাগে।
জাহারে প্রসন্ন তুহ্মি তাহা সেই জাগে॥
জবে তুহ্মি আত্ত (আত্ম) সবের বিহর বিভাগে
তবে নিত্য চিত্তসুখ হরিলালে গাবে॥

পয়ার।

মোহ ছাড়ি জ্ঞান লভে সিংহল অধিপে।
বহুবিধ স্তুতি করে দেবীর সমীপে॥
ব্রহ্মা হরিহরে তোহ্মা নহি জানে মায়া।
কিরূপে জানিব আহ্মি নরাধম কায়া॥
তুহ্মি আত্মা তুহ্মি সাধ্যা ত্রিজগতভর্ত্তা।
তুহ্মি সুখ তুহ্মি দুঃখ ত্রিজগতহর্ত্তা॥ ৬০৫
জে বোল বোলাও তুহ্মি সেই বোল বলি।
জেখানে চালাও তুহ্মি সেইখানে চলি॥
জগতজননী দোষ ক্ষেমিতে উচিত।
জগত বাহিরে আহ্মি নহি কদাচিত॥
সদয় হইয়া তারে বলে ভগবতী।
জিয়াইয়া দিতে পারি সৈন্য সেনাপতি॥
জদি তোহ্মার কন্যা দেয় শ্রীমন্তের ঠাই।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তারে করহ জামাই॥
কালিদহে না দেখিলা পদ্মিনী নলিনী।
রুধির উপরে দেখ সেই কমলিনী॥ ৬১০
দেখি ধন্য বোলে রাজা শ্রীমন্তের তরে।
কন্যা দিতে বাক্য দান কৈল নৃপবরে॥
মৃত সৈন্য চাহে দেবী অমৃত-নয়ানে।
বর্ত্তিয়া উঠয়ে জেন আছিল শয়নে॥

অমৃত নয়ানে দিষ্টি কি বলিমু আর।
কাটা অঙ্গে জোড়া লাগে হাজারে হাজার॥
সজীব হইয়া কতোয়াল ধায়ে চারি ভিতে।
বেস্ত হইআ ডাকে তবে সাধুরে কাটিতে॥
তা শুনিয়া নারায়ণী সস্মিত বদন।
আপনে রাজা কতোয়ালে করে নিবারণ॥ ৬১৫
সৈন্যগণ জিয়া উঠে রাজায়ে দেখিয়া।
মোশানেতে চণ্ডী পূজে লক্ষ বলি দিয়া॥
রাজা ঠাই পূজা লইয়া বিবিধ বিধানে।
কৈলাসেতে জাইতে মাতা কৈল সাধু স্থানে॥
ছিরা বলে কহ আউগে (আগে) পিতার সন্ধান।
দেবী বলে পিতা তোর নাহি জীবমান॥
শ্রীয়মন্তে বোলে আহ্মি জানি তোহ্মা তত্ত্বে।
কষ্ট ভোগ ভোগাইছ না মারিছ সত্যে॥
হাসিয়া বলিলা মাতা শ্রীয়মন্তের ঠাই।
তোর পিতা দেখ গিয়া কারাগারে জাই॥ ৬২০
এ বলিয়া নারায়ণী কৈলাসে চলিলা।
কারাগার গৃহ সাধু রাজাতে মাগিলা॥
রাজা বলে জথ দেখ সম্প্রতি আহ্মার।
আজি হোন্তে ধন জন অর্দ্ধেক তোহ্মার॥
তথা হোন্তে শ্রীয়মন্তে কারাগারে জায়ে।
একে একে লক্ষ দ্বার বন্ধন ছোড়ায়ে॥
মায়ের বচনে সাধু পিতারে দেখিল।
পরিচয় দেয় বলি ছিরায়ে কহিল॥
তা শুনিয়া পরিচয় দেহি সদাগর।
ধনপতি নাম মোর উজানিতে ঘর॥ ৬২৫
লহনা খুলনা মোর ঘরে দুই প্রিয়া।
পঞ্চ মাস গর্ভশঙ্কা খুলনা রাখিয়া॥

রাজার আজ্ঞায়ে হইল সিংহলে গমন।
পদ্মিনী নলিনী বনে দৈবে দরশন॥
মর্ম্ম না জানিয়া মুই জানাইলুম ভূপতি।
কর্ণধারে সাক্ষি না দেয় য়েথেক (এথেক) দুর্গতি॥
দ্বাদশ বরিষ হইল আজ্ঞার গমন।
অবিরত দহে হিয়া খুলনা কারণ॥
পত্যয় (প্রত্যয়) হইল তার নাহি কোন সন্দে।
তথাপি পিতার পদে মনে মনে স্পন্দে॥ ৬১০
জননীর পত্রখানি দিল পিতার তরে।
ধনপতি পঠে তাহা অক্ষরে অক্ষরে॥
পত্রপাঠে অশ্রুপাত হইল আখির জলে।
শ্রীমন্তের তরে সাধু গদ গদ বোলে॥
গৌরীপদনখচন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারাম ভাষে॥

——

করুণ দোপদী।

প্রবঞ্চনা না করিয় রাজার জামাতা।
কেমতে পাইলা পত্র কহ সত্য কথা॥
প্রাণের খুলনা পঞ্চ মাস গর্ভবতী।
এই পত্র তানে দিয়া এথা মোর গতি॥ ৬১৫
কালিদহে আসি দেখম্ অপরূপ সাজ।
পদ্মিনী নলিনী বনে গিলে গজরাজ॥
সাক্ষী না পাইল রাজা কাণ্ডারের ঠাই।
তেকারণে কারাগারে মনস্তাপ পাই॥
বাপ ভাই নাই মোর জাতি কুল রাখে।
সবে মাত্র দুই ভার্য্যা গৃহমধ্যে থাকে॥

নিশ্চয় চিনিয়া পিতা শ্রীয়মন্তে কহে।
শুন পিতা আহ্মি তোহ্মার সুব্রজ (শুক্রজ ?) তনয় ॥
হেন হে কহিল জদি বালক ছিরাই।
চাতক আনন্দ জেন বরিষণ পাই ॥ ৬৪০
পুত্র কোলে লৈল সাধু হরসিত মনে।
ভণে মুক্তারামে ভাবি দেবীর চরণে ॥

——

পয়ার।

আনন্দ ভেল দুঃখ দূরে গেল।
দূরের মানস জদি ভবানী মিলাইল ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
পিতা পুত্র সদাগর হরিস অপার।
ধনপতি বোলে দেশের কহ সমাচার ॥
শ্রীয়মন্ত বোলে দেশের সর্ব্বত্রে কুশল।
স্নান পূজা কর তুমি খণ্ডউক অমঙ্গল ॥
গঙ্গার জলে স্নান করি পূজে মহেশ্বর।
হরিসে ভোজন দুহে করে তদন্তর ॥ ৬৪৫
ছিরা বোলে মোশানে কহিছেন মহামায়ে।
রাজকন্যা বিহা আহ্মি করিতে য়েথায়ে (এথায়ে) ॥
সাধু বোলে পাছে জানি প্রমাদ ঠেকাইব।
শ্রীয়মন্তে বোলে সত্য এথা না রহিব ॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে বাধিত গতি।
হেন কালে দিব্য দোলা পাঠায়ে ভূপতি ॥
গৌরীপদনখচন্দ্রসুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

——

ঘোষা।

মহামায়ের মহিমা অপার।
তুম্মি সে তোম্মারে জান কে জানিবে আর॥ ৬৫০
রাজপুরে গেল দুহে চৌদলে চড়িয়া।
জামাতা বরিলা রাজা পাদ্য অর্ঘ দিয়া॥
সুশীলারে সাজাইলা বিবিধ বিচিত্রে।
জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গল-বাদিত্রে॥
অৰ্দ্ধ রাজ্য সমে রাজা অনেক জতুকে।
কন্যা দান দিলা রাজা পরম কতুকে॥
রাজভোগ পরিচ্ছদে দুঃখ পাসরিল।
এই মতে কথ দিন সিংহলে রহিল॥
রাজকন্যা সুখভোগ ঘটায়ে বিধাতা।
মনেহ না স্মরে সাধু জননী বিমাতা॥ ৬৫৫
স্বপ্নে কহে নারায়ণী খুলনার বেশে।
রাজায়ে সর্ব্বস্ব নিল দেখ আসি দেশে॥
দারাসুত-স্নেহে জীব পাসরে ঈশ্বর।
কহে সেন মুক্তারামে ভবানীকিঙ্কর॥*

গীত।

আজু শুভ দিনে রে ভবানী কর ভাবনা।
জাবত না ঘটে রে বিষম যমযন্ত্রণা॥
ভবানী ভাবিতে মন না করহ ছলনা।
করমগঠিত দেহ নহি জান আপনা॥

---

* এই ভণিতার পর পুথিতে আবার নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটি দেখা যায়;—
দেবী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাবে॥
সম্ভবতঃ নকলনবিশের দোষে এ স্থলে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভবানী-চরণধাম করহ মাননা।
শমন তরিয়া হইবা পারি সাত যোজনা॥ ৬৬০
মনরসে প্রেমবশে জে করে ভাবনা।
সে জনের তুলনা দিতে মুক্তারামে জানে না॥

——

ঘোষা।

হরি হরি বোল রাম রাম।
ভজিলে ওই রাঙ্গা পদ অন্তকালের কাম॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
স্বপ্ন দেখি শ্রীরমন্ত নিশব্দে রহিল।
সুশীলারে সম্বোধিয়া সকলি কহিল॥
প্রভাতে জাইমু দেশে রাজাতে কহিবা।
তুহ্মিহ জাইবা কি না য়েথায়ে (এথায়ে) রহিবা॥
সুশীলায়ে বোলে প্রভু নিবেদন মোর।
নিশিপতি ছাড়ি কোথায় রহিছে চকোর॥ ৬৬৫
বিরহ-সাগরে প্রভু তুহ্মি মাত্র কূল।
তুহ্মি বিনে মনোভব-তরঙ্গ বহুল॥
কথোপকথনে হইল পত্তুস (প্রত্যুষ) বেহান।
সুশীলায়ে কহিল গিয়া মাও বিদ্যমান॥
রাজা রাণী দুহে সাধু জত্ন করি চাহে।
রাখিবারে দুহে সাধুর সম্প্রতি (সম্মতি) না পায়ে॥
ধন জন হস্তী ঘোড়া অর্দ্ধ ভাগ করি।
সেই ক্ষণে দিল রাজা অষ্ট ডিঙ্গা ভরি॥
পিতা পুত্রে রাজা-স্থানে বিদায় হইয়া।
ডিঙ্গী মেল বোলে শ্রীরা পত্নী কোলে লইয়া॥ ৬৭০
অষ্ট মালুমে বাহে বাঁদিত্য নপুরে।
গগনেতে গুভিয়াছে পক্ষী ঝাকে উড়ে॥

রত্নমালার ঘাট হোন্তে চলিছে তরণী।
কালীদহ আদি বাহে কথ দিব গণি॥
উপস্থিত মোকরায়ে অষ্ট মধুকর।
ধনপতি বোলে বাপু শুনহ উত্তর॥
আচম্বিত ঝড় বাহে হইয়া বিকল।
মোর ছয় ডিঙ্গা বাপু এইখানে তল॥
তা শুনিয়া কুলে উঠি সাধু শ্রীয়পতি।
ভক্তি করি পূজা করে দেবী ভগবতী॥ ৬৭৫
দেবীর অঙ্গীকারে তথা গণপতি জাই।
ছয় ডিঙ্গা তোলে প্রভু শুণ্ডেত চড়াই॥
পাইক সহিতে জদি ছয় ডিঙ্গা ভাসে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহে প্রভু মনের হরিষে॥
ত্রিপিনী বাহিয়া পায়ে ভ্রমরার ঘাট।
রৈম্বরে বসিয়া সাধু দেখে নি.. পাট॥
কুশল জানায়ে কাণ্ডার খুলনাতে জাই।
সেন মুক্তারামে ভণে মনে ভাবি আই॥

করুণ ছন্দঃ।

কাণ্ডার দেখিয়া তবে খুলনা জিজ্ঞাসে তবে
কথায়ে মোর বালক ছিরাই।
কর্ণধারে বোলে বাণী শুন শুন সাউধানি
সেই ছিরা রাজার জামাই॥ ৬৮০
আদি অন্ত সমাচার শুনিয়া মুখেত তার
প্রসাদ দিলেক বহুতর।
বাড়িয়া আনিতে পতি আইগণ সঙ্গতি
দুই সতা চলিলা সত্বর॥

অশ্রুপূর্ণ আঁখি তথা দেখি ছিরা দুই সতা
কূলে উঠি বন্দিলা চরণ।
দুই হাতে সাবুটিয়া কপালেতে চুম্ব দিয়া
কোলে লৈলা আপনা নন্দন॥
দুই সতা প্রেমানন্দে পতির চরণ বন্দে
সাধু কহে খুল্লনার তরে।
মঙ্গল আচার করি সঙ্গে সহ (শত) সতচেরি (সহচরী ?)
নিজ বধূ লৈয়া জাও ঘরে॥
তদন্তরে ধনপতি আপনা ভাণ্ডার প্রতি
ভরে সাধু চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন।
রাজযোগ্য আভরণ বাছি বহুমূল্য ধন
লৈয়া সাধু চলিল তখন॥
পিতাপুত্রে ধনবান চলিলা রাজার স্থান
আগে বার্ত্তা জানায়ে কাণ্ডারে।
সেন মুক্তারামে ভণে দেবীর চরণ ধনে
পূর্ণ কর হৃদয়-ভাণ্ডারে॥ ৬৮৫

পয়ার—রামক্রিয়া রাগ।

ধনপতি দেখি রাজা জিজ্ঞাসে আপনে।
য়েথ (এথ) দিন কেনে ভাই বিলম্ব পাটনে॥
সাধু বোলে কালিদহে পদ্মিনী হেরিয়া।
মনস্তাপ পাইলুম কথা রাজাতে কহিয়া॥
দ্বাদশ বৎসর ছিলাম কারাগারে বন্দী।
শ্রীমন্তে ছোড়ায়ে গিয়া সদয় হইলেন চণ্ডী॥
সিংহল-নৃপতি তাঁনে কন্যা দিল দান।
পিতাপুত্রে চৌদ্দ ডিঙ্গা দেশেতে পয়ান॥

দেবীর মহিমা শুনি বিক্রমকেশরী।
দেবী-পুত্র হেন ছিরা অনুমান করি॥ ৬৯০
পাত্র মিত্র আনি রাজা সম্প্রতি (সম্মতি ?) লইয়া।
শুভ লগ্নে কালী নামে কন্যা দিলা বিহা॥
দেবীপদনখ-চন্দ্রসুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ঘোষা।

মাতা ভকতবৎসলা।
সেবক-সদয় মাতা অখিলমঙ্গলা॥
নিজ গৃহে বঞ্চে সাধু সুখের নাহি ওর।
খুলনা দেবার্চ্চনা করে হইয়া হস্ত জোড়॥
প্রত্যক্ষ হইয়া চণ্ডী পুছে প্রয়োজন।
কন্যা বোলে সাধুর ব্যাধি করহ মোচন॥ ৬৯৫
সাধুর অঙ্গে দেহি কর অরবিন্দদল।
চক্ষু পদ ব্যাধি সাধুর খণ্ডিল সকল॥
দেবী-কর-ঔষধি জে সুগন্ধি সঞ্চরে।
সেই ক্ষণে হইল সাধু গন্ধর্ব্ব আকারে॥
তবে সাধু মেষ মৈষ অজা বলিদানে।
মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া পূজে তন্ত্রের বিধানে॥
তদন্তরে উজানীতে সাধু ধনপতি।
কথ কাল সুখে সাধু করিলা বসতি॥
নিত্য থাকে খুলনার দেবীগত মন।
কৈলাসে জাইতে দুর্গা বলিলা বচন॥ ৭০০
একের তপস্যাযোগে ছয় জন তরে।
মুক্তারামে ভণে সাধু মহাযাত্রা করে॥

ঘোষা।

নিশ্চয়ে দুর্গানাম শমন ঔষধি।
নিশি দিশি য়েক (এক) বার মনে জপ জদি ॥
আদি শকতি দুর্গা স্মরিয়ে বিসমে।
জার গুণ গায়ে বেদ আগম নিগমে ॥
বিচিত্র বিমানে দেবী লইয়া ছয় জন।
জমপুর দিয়া রথ করয়ে গমন ॥
দূতের মুখেত বার্ত্তা পাইয়া অন্তক।
যুদ্ধসাজে চলে মূঢ় দুরন্ত পাবক ॥ ১০৫
আগুছিয়া রাথে রথ হইয়া অগ্রগতি।
আর জম শ্রিজে (সৃজে) দুর্গা হইয়া ক্রোধমতি ॥
সমনে সমনে যুদ্ধ আছিল অপার।
মায়াজমের ঘায়ে তার দর্প ছারখার ॥
মহৌষধি খায়ে জেন অসুস্থ বিরথি।
যুদ্ধ হারি জমরাজা অন্তরীক্ষ গতি ॥
মহিষ ছাড়িয়া জম উঠিয়া পলায়ে।
কান্দি (য়া) চলিল বস্ত্র বান্ধিয়া গলায়ে ॥
বিরিঞ্চি-সদনে গিয়া কহিল সকল।
ব্রহ্মা বোলে ওরে জম এথা হোতে চল ॥ ১১০
তেকারণে দোষভাগী হইমু মিথ্যা আশে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেবীর লোমকূপে ভাসে ॥
তা শুনিআ ভীত হইয়া চলিলা সমন।
কৈলাসে দুর্গারে গিয়া করিলা স্তবন ॥
প্রসন্ন হইয়া মাতা অভয় আশ্বাসে।
সেন মুক্তারামশ্রাথ সমন তরাসে ॥

—

ঘোষা।

দুর্গানাম মোক্ষধাম রে হয়ে।
ধনপতি মোক্ষগতি সঙ্গে দুই নারী।
জ্ঞান পাইয়া শিষ্য হইয়া সেবে ত্রিপুরারি॥
দুই পত্নী সঙ্গে রঙ্গ সাধু শ্রীমন্ত।
দেবীপাদপদ্ম সেবে সুখের নাহি অন্ত॥ ৭১৫
পার্শ্ব দেশে রহিয়া জে দেবীর বাম পাশে।
সেন মুক্তারামে ভণে দাস হইতে আশে॥

ঘোষা।

অভীষ্ট পূরাও অষ্টমঙ্গলা জননি।
তোমার চরণ বন্দম্ লোটাইয়া ধরণী॥
শ্রীকৃষ্ণ জনমতিথি নিদ্রাগতে তল্প।
স্বপ্ন অনুভব বহু জানাইলা জল্প॥
সে (ফল) প্রকাশ কহে লোক বিদ্যমান।
আর কিছু কহি মাত্র আজ্ঞা পরমাণ॥
শুভ তিথি অহরাত্রি মঙ্গল দেবা বৈসে।
অর্চ্চন করিয়া গাইতে আনন্দ মানসে॥ ৭২০
নতুবা শরতকালে দেবীর বাসরে।
অষ্টমী নবমী এই জেই স্তব পড়ে॥
গাও বা শুন বা এই মহিমা বাখান।
অভিমত ফল পাইবা দেবীর বাক্য জান॥
জেই মতে স্বপ্নে মোরে জন্মাইলা ভাব।
সেই মতে শুন জদি ঘুচাও মনস্তাপ॥
জিয়নে মরণে মোর এই মাত্র খেদ।
তোহ্মা গুণ নিন্দে জনের হইব শিরশ্ছেদ॥

সবা শ্রুথ জন আর গান বান জন।
সদয় হইয়া কর অভীষ্ট পূরণ ॥
শুনহ পণ্ডিত ভাই ভকত প্রবোধ। ১২৫
দেবীর মহিমা গাইতে না হইয় বিরোধ ॥
দেবীনাম ইক্ষুখণ্ড সংক্ষেপ পয়ার।
শত্রুভাবে দোষ পুনি ন লইবা আহ্মার ॥
সর্প হেন বক্র বুদ্ধি দোষ বা জদি সে।
দেবীনাম ধন্বন্তরি কি করিব বিষে ॥
গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥ ১২৯

ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঞ্চালী সমাপ্ত। ইতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১০ ভাদ্র রোজ সোমবার শ্রীরাধামোহন সেন দাষ সাং বরমা (থানা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম) সোয়ক্ষরমিদং। *

---

* দুইখানি পুথির সাহায্যে ইহার সম্পাদন কার্য্য শেষ করা গিয়াছে: উভয় পুথিই খণ্ডিত। প্রথম পুথিখানির শেষাংশ নাই। দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পৃষ্ঠে লেখা; কাগজের আকার ১৮×৭ অঙ্গুলি পরিমাণ। লেখকের নামধাম নাই। ১ম পত্রের ২য় ফর্দ্দ ও ২য় পত্র নাই। ৩—২৮ পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পুথিখানির ২, ৭—৮, ১৬, ১৭,—১৮, ২০, ২৩ এবং ২৮—৩৮ পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। ৩৮ পত্রেই গ্রন্থ শেষ। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। কাগজের আকার ১ম পুথির কাগজের মত। লেখক রাধামোহন সেন দাস।

পরিশিষ্ট—(ক)

'সারদা-মঙ্গলে' ব্যবহৃত দুরূহ ও প্রাচীন শব্দাদির অর্থ

কবি মুক্তারাম সেন যেমন সুকবি ছিলেন, তেমনই সুশিক্ষিত ছিলেন। এ জন্য পুথির ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাচীন, অপ্রচলিত ও গ্রাম্য শব্দাদির ব্যবহার বিরল। তথাপি প্রাচীনকাল-সুলভ বিভক্ত্যাদির ব্যবহার ইহাতে যে একবারে নাই, এমন নহে। ইহার ভাষায় আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিয়াছি,—

১। আমি, তুমি, আমরা, তোমরা প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলি আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মরা, তোহ্মরা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। য ও শ-এর ব্যবহার নাই বলিলেই হয়।

৩। উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ অন্যান্য প্রাচীন পুথির মত ইহাতেও বিরল নহে।

৪। ড় ও র-এর মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই।

৫। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ; যথা,—'ডিঙ্গা সব তুলিবারে ডুবারুক বোলে।' ৪৩ পৃঃ।

৬। যতিভঙ্গ-দোষ পরিহারার্থ শব্দবিশেষের মধ্যে বা শেষে অক্ষরবিশেষের সন্নিবেশ; যথা,—আউগে (আগে), শ্রীয়মন্ত (শ্রীমন্ত), শ্রীয়পতি (শ্রীপতি), রিতুঅ (রিতু = ঋতু)।

৭। মধ্যম পুরুষে 'পায়সি' প্রভৃতির মত ক্রিয়া ব্যবহার; যথা—'তার ভোগে দুঃখ ভোগ সুখ না পায়সি।' ৫৮ পৃঃ।

৮। নাম পুরুষে পুছন্ত, পুরন্তি, করন্তি, কহন্তি প্রভৃতির মত এবং উত্তম পুরুষে বন্দোম, বন্দো প্রভৃতির মত ক্রিয়া-প্রয়োগ। 'বন্দো' প্রভৃতি স্থলে কোন কোন পুথিতে 'বন্দোঁ' প্রভৃতি দেখিয়াছি। যতিভঙ্গ-দোষপরিহারার্থ এরূপ ক্রিয়ার অন্তে আবার 'হু' যোগ হইতেও দেখা যায়, যথা— 'বন্দহু জনমভূমি দেবগ্রাম নাম'।

৯। পদ মিলাইবার সুবিধার্থে সপ্তমী বিভক্তির একার যোগ না করিয়া

ব্যবহার ; যথা—"তাহা শুনি যানে উঠি জাএ কৈলাসএ।" ১৩পৃঃ। ক্রিয়াগুলির সম্প্রসারণও এই কারণেই ঘটিত ; যথা—স্রবএ, করএ ইত্যাদি।

১০। ইহা, ইহার, উহার প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলি এহা, এহার, ওহার রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যে সকল শব্দ কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এখন আমরা তাহাদের অর্থাদি প্রদান করিতেছি ;—

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১	৪	এড়ে	ত্যাগ করে
২	৫	কারণ্য	কারণস্বরূপ
,,	৬	বিভর্জ্জিয়া	বিভাগ করিয়া
,,	৯	জুয়াএ	যুক্ত হয়
৪	২৮	পয়ান	প্রয়াণ
,,	৩০	মনোরিত	মনোরথ
৫	৩৯	নিবধ	নিবাত
,,	৪০	রূপসিয়া	রূপ হইয়া
৬	৫০	প্রতিজঙ্গ	(সম্ভবতঃ) প্রতিযোগী
,,	৫১	বন্দহু	বন্দনা করি
,,	৫৭	দেআঙ্গ	'দেবগ্রাম' শব্দের অপভ্রংশ
৮	৭০	ত্রিখণ্ডে	ত্রিভুবনে
		সংগতি	সংহতি, সঙ্গে
৯	৮৩	উরিলা	উপস্থিত হইলা
,,	৮৭	চৌকিআল	চৌকিদার, পাহারাওয়ালা
১০	৮৯	ভস্মকার	ভস্মাকৃতি
,,	৯১	জুঝেন	যুদ্ধ করেন
,,	৯৮	চিন	চিহ্ন
,,	৯৯	ছুরতি	সুরতি
১১	১০৬	অমিআ	অমৃত
১২	১১২	বিসাই	বিশ্বকর্ম্মা

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১২	১১৪	তুরমাণে	শীঘ্র সে কালে অনেক স্থলে ব-ফলা দ্বারা উ-কারের কার্য্য করা হইত। অজ্ঞ লেখকেরা বুঝিতে না পারিয়া 'ত্বরমাণ' শব্দকেই 'তুরমান' করিয়া ফেলিয়াছেন। এই পুথিতেই স্থানান্তরে 'ত্বরমাণ' প্রয়োগ দেখা যায়।
,,	১১৭	ভালি	ভাল তরল পয়ারে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের সহিত মিল রাখিবার জন্য এরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—'ক্ষেণে কালী নাচে ভালি বিস্তার রসনা।'
,,	১১৮	বরদাই	বরদাত্রী
১৩	১২৯	জিনে	জয় করে
১৪	১৩৯	বরিষে	বর্ষে, বৎসরে
১৬	১৫২	আগুছি	আগুলিয়া
,,	১৫৮	পেলাইল	ফেলাইল
		তুরিত	ত্বরিত, শীঘ্র 'তুরমাণ' শব্দের উৎপত্তি যে ভাবে, ইহার উৎপত্তিও ঠিক সেই ভাবে হইয়াছে।
১৭	১৬০	প্রস্তাপ	প্রস্তাব
,,	১৬২	একু	এক
,,	১৬৩	ব্রেথা	বৃথা
,,	১৬৬	পাতিয়াএ	প্রত্যয় হয়
,,	১৬৭	লড়ে	দৌড়ে
১৮	১৭১	রসি = রসী	রসযুক্ত
১৯	১৭৮	তুথে	তোমাতে, তোমার

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
২০	১৯১	উয়ারি	বাড়ী এই শব্দটির মূল কি? চট্টগ্রামে মহিষের খোঁয়াড় বা গৃহকে 'উরা' বলে। কোন কোন পুথিতে 'উয়ারি' শব্দের সহিত 'মেহারি' শব্দের একত্র ব্যবহার দেখিয়াছি। ঐরূপ স্থলে 'ঘর বাড়ী' অর্থ করা যায়।
২১	১৯৬	ভেটাএ	ভেট দেয় বা দর্শন করায়
২২	২১১	কহ = কহম্ বা কহোঁ	কহি
২৩	২১৭	চেয়াএ	চেতন করে, জাগায়
		ছোড়ায়	ছাড়িয়া দেও
২৫	২৩১	নিকালিয়া	বাহির করিয়া
,,	২৩৭	সারি	পাশা খেলা
২৬	২৪৮	কৌতর	কবুতর
২৭	২৪৯	উক্কর ফাফর	ছট্‌ফট্‌, ব্যাকুল
৩০	২৮৩	বাঞ্ছনী	বাঞ্ছা, ইচ্ছা
৩১	২৮৮	কর্ণমৈল	কর্ণমল
৩২	২৯৮	উপসন্ন	উপাসন্ন, উপস্থিত
,,	৩০০	হোনে	হইতে
,,	৩০৫	সতা	সতিনী
,,	৩০৬	রিতুঅ	ঋতু
,,	৩০৮	অথান্তর	জঞ্জাল
৩৪	৩৩২	সাজনি	সজ্জা, সাজ
৩৫	৩৩৮	সুবা	সল্লা, পরামর্শ
,,	৩৩৯	চিকে	চিবুকে সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে শব্দটি 'চিকে' লিখিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৩৬	৩৪৪	বিকি	বিক্রয়
,,	৩৪৯	ভোকে	ক্ষুধায়
৩৭	৩৫৩	মেলে	মিলে
,,	৩৬৩	উশৃঙ্গ	উন্মত্ত
৩৮	৩৬৫	তরবরি	তাড়াতাড়ি
,,	৩৭২	আইগণ	সখীগণ
৩৯	৩৮২	অপজ্ঞান	অমঙ্গল
৪০	৩৯১	জ্যোতির্ম্ময়	পাঠান্তরে 'জতুময়' দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'জতুময় গৃহ' অর্থে ব্যবহৃত।
৪১	৩৯৬	বাদিত্য	বাদিত্র, বাজনা
৪২	৪০৮	গইল	গঞিল, গত হইল
৪৩	৪১০	বাড়িছে	ফুরাইয়া গিয়াছে। ফুরাইয়া বা কমিয়া যাওয়া কথাটা অমঙ্গলসূচক। তাই বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাহার প্রকাশ। এরূপ প্রয়োগ আজও আছে।
,,	৪১৩	ডুবারুক	ডুবুরিকে
,,	৪১৭	কঠিনী	(হাতে) খড়ি
		পঠাইঅ	পড়াইও
৪৪	৪২৫	অপজান	অমঙ্গল
,,	৪২৭	পেলিবার	ফেলিবার
		সাবুটিআ	দৃঢ়রূপে জড়াইয়া
৪৫	৪২৮	অভ্যাশ্চিআ	অভ্যর্চ্চিয়া, অর্চ্চনা করিয়া
৪৬	৪৩৭	রৈ ঘর	রৈ = ধন ; সুতরাং ধনাগার
,,	পাদটীকা	নাওরা	নৌকার বহর
৪৭	৪৪০	লোল	বিহ্বল
,,	৪৪৩	আউগে	আগে
৪৮	৪৪৮	গাঞিতর	দাঁড়ী মাঝি

পৃষ্ঠাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৪৯	৪৫৩	তছু	তাহার
৫২	৪৮৪	পিত্রির	পিতার
৫৩	৪৯৯	লাম্প	লম্ফ
৫৯	৫৬২	আশ্চাদিছে	আশ্রয় চাহিতেছে (?)
৬০	৫৬৯	জুদ্ধার	যোদ্ধার
,,	৫৭৪	অশ্বারোহ	অশ্বারূঢ়, অশ্বারোহী
		গজরোহ	গজারূঢ়, গজারোহী
৬২	৫৯১	তোলবোল	সিক্ত
,,	৫৯২	কেরুয়াল	কেরবাল, নৌকার দাঁড়
,,	৫৯৬	বিমরিসে	চিন্তা করে
,,	৬০০	ফুলনাড়ী	কুলকুণ্ডলিনী
৬৩	৬১২	বত্তিয়া	বাঁচিয়া
৬৫	৬৩০	পত্যায়	প্রত্যয়
		সন্দে	সন্দেহ
৬৭	৬৫৩	জতুকে	যৌতুকে
৬৮	৬৬৭	পত্তুস	প্রত্যূষ
,,	৬৬৮	সম্প্রতি	সম্মতি। লিপিকরপ্রমাদে 'সম্প্রতি' হইয়াছে।
৬৯	৬৭৪	বাঁহে	বায়ে, বাতাসে
,,	৬৮০	সাউধানি	সাধুর স্ত্রী, সওদাগর-পত্নী।

পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া আমরা প্রায়ই প্রাচীন বর্ণবিন্যাসপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছি। তজ্জন্য অনেক সুবোধ্য স্থলেও টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন হইয়াছে। কায়া, কৃপা, মনুষ্য, এক, একবার, এথায়, সৃজে, দ্রব্য, বেশে ইত্যাদি শব্দগুলি কাআ, ক্রিপা, মনিস্য, য়েক, য়েকবার, য়েথাএ, শ্রিজে, দৈর্ব্ব, ভেসে রূপে লিখিত হইয়াছে। 'কোথা' স্থলে সর্ব্বত্রই 'কথা' লিখিত দেখা যায়। প্রাচীন কালে শব্দটি 'কথা' রূপেই প্রচলিত ছিল। তৎস্থলে 'কোথা' কতকটা আধুনিক সংস্করণ।

আবদুল করিম

পরিশিষ্ট—(খ)

"সারদা-মঙ্গলের" ভূমিকা ও প্রাচীন শব্দ-তালিকা লেখা শেষ হওয়ার পর কবি মুক্তারাম সেনের জ্ঞাতি-বংশীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়ের চেষ্টায় উহার সম্পূর্ণ একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিলিপির সাহায্যে এখন পূর্ব্ব-পুথিখানির খণ্ডিত অংশটি পূরণ করিয়া এ স্থলে পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ করা গেল।

যেখানে অর্থবোধের ব্যাঘাত বা যতিভঙ্গ-দোষ ঘটিতে পারে, এই পুথি হইতে সেরূপ কয়েকটি বিশেষ স্থলের পাঠান্তরও প্রদান করিলাম।

হরিলাল সেন কে, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে ভূমিকায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইটি অংশ এই প্রতিলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন আমাদের বিশ্বাস, হরিলাল সম্ভবতঃ কবি মুক্তারামের দ্বিতীয় নাম ছিল।

পুথির আরম্ভে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বেশী আছে,—

/৭ নমো অষ্টমঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

নমো গণেসায় নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।

রাগ—সিন্ধুরা।

বন্দো তেজময় রবি রজ শক্তি বল।
তিনগুণ যুক্ত শুক্র অখণ্ড মণ্ডল॥
সৃষ্টি কর্ম্মে জানি তোহ্মা কশ্যপ সন্ততি।
শুভাশুভ কর্ম্ম সাক্ষী জগতের পতি॥
অরুণ সারথি যুক্ত সপ্ত অশ্ব রথে।
সুমেরু কটিতে প্রভু ফির ত্রিজগতে॥
সহস্র কিরণ প্রভু মহিমা অপার।
জপ তপ পূজা আউগে অর্চ্চন জাহার॥

বিঘ্নবিনাশক বন্দম দেব গণপতি।
নব গ্রহগণ বন্দম রাশিচক্রে গতি॥
নায়কের হর প্রভু রোগ শোক জথ।
সেন মুক্তারাম হউক দেবীপদে নত॥

রাগ—মল্লার।

গণেশ বিঘ্ন শেষ জোগেন্দ্রেস ধ্যানাবেস
সমাধি রচিত পৃত (প্রীত) মন।
একদন্ত মহাকায় জোগাসন সদাএ
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন॥
সিন্দূরে শোভিত রঙ্গ অতিশয় থর্ব্ব অঙ্গ
কুসুম সুগন্ধিমালা সাজে। ইত্যাদি।

১ পৃষ্ঠা—৩য় পদের পাঠান্তর—
মূষিকবাহন দেবা মহিমা জানয়ে কেবা

২ পৃষ্ঠা—৫ম পদের পর—
দেবী হইলা বিভক্তি ইচ্ছা ক্রিআ জ্ঞান শক্তি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলঅ কারণে।
প্রভুর ইঙ্গিতে গিআ............ইত্যাদি।

২ পৃষ্ঠা—৭ম পদের পর—

মালসী রাগ।

মা বলিআ ডাকি মাহেশ্বরি মা।
মা হইআ মোকে চাহ না॥
মামতি মূঢ় মনে নেহ মা তব বোধ কি মাও না (?)।
ন-আবলম্বিত ললন লাঘব নন্দন লহরি লোভিতা।
লক্ষিতে লাবণ্য লীলা লতা লাথে লঘু লভি কোভিতা॥

শিশু কি জানে সীমা সেবা মম রণ শিরসি সরসিজ সাজিতা।
সেচঞ শীতল স্তন রস সিতরাজসুতারাজিতা॥
রাগে সরস থির বাঞ্ছে হরিলাল ক্ষীণ খুধাতুর রোদনে।
গণেশ-জননী অনাদরে মরি গো বালক অনোদনে॥

---

২ পৃষ্ঠা—৮ম পদের পাঠান্তর—

… … … বেদে কহে পরমাণ
কমল-আসনে রূপ পাই॥ ধুআ।

৪ পৃষ্ঠা—২৩ পদের পাঠান্তর—

ভয় হোতে পশুগণ পালিলা দ্বিতীয়ে।
ধন পাইয়া কালকেতু অর্চ্চএ তৃতীয়ে॥

৪ পৃষ্ঠা—৩০ পদে—'মনোরিত' স্থলে 'মনোনীত'—পাঠান্তর।

৬ পৃষ্ঠা—৪৬ পদে—'দণ্ডের' স্থলে 'কুণ্ডে' এবং 'সমর্পিতে' স্থলে 'সমপ্রিতে,' (প্রীতে=প্রীতিতে ?)—পাঠান্তর।

৬ পৃষ্ঠা—৫২ পদে—'তেজ জে' স্থলে 'ভেসজে' (ভেষজে)—পাঠান্তর।

৬ পৃষ্ঠা—৫৩ পদে—'স্বদেশেতে' স্থলে 'সে দেশেতে'—ঐ

৭ পৃষ্ঠা—৬০ পদে—'উল্লাস' স্থলে 'উদাস'— ঐ

৮ পৃষ্ঠা—৭২ পদে—'আমন্ত্রণ' স্থলে 'আমর্দ্দন'—ঐ

৯ পৃষ্ঠা—৭৮ পদে—'না দিআ' স্থলে 'বঞ্চিয়া'—ঐ

৯ পৃষ্ঠা—৮৫ পদের পাঠান্তর—… … … চমকত চন্দন
চম্পক-চূড়া সাজত হে॥

৯ পৃষ্ঠা—৮৮ পদের পাঠান্তর—

উপস্থিত হইল গিয়া জথ দেবগণ।
অন্যে অন্যে… … … ॥

১১ পৃষ্ঠা—১০৮ পদের পাঠান্তর—

নহি পূজে দেবতারে নহি জানে আত্মারে
বোল ধনি যুকতি তাহার॥

১২ পৃষ্ঠা—১১৫ পদে—'দেবী স্থানে' স্থলে 'নৃপ স্থানে'—পাঠান্তর।

উক্ত পদের পর—

জেন মেঘে অতি বেগে বিজুলী খেলাএ।
হাসে কালী মুণ্ডমালী মুক্তারামে গাএ॥

রাগ—ভূপালী।

স্বপ্ন কহে মহামাএ রে ভূপতি সঘনে।
দেখে রঙ্গী··· ··· ··· ··· ইত্যাদি॥

১৩ পৃষ্ঠা—১২২ পদে—'সর্ব্ব বিবরণ' স্থলে 'সভ্য সভাজন'—পাঠান্তর।

১৩ পৃষ্ঠা—১২৫ পদে—'নৃপএ' স্থলে 'নৃপরায়' ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১২৬ পদে—'বহুতর' স্থলে 'বহু স্তবি' ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১৩১ পদে—

'তাহা শুনি যানে উঠি' স্থলে 'তা শুনিয়া নেউটিয়া' ঐ

১৩ পৃষ্ঠা—১৩২ পদে—'কাজের মাঝে' স্থলে 'কাজে বনমাঝে' ঐ

১৫ পৃষ্ঠা—১৪১ পদে—'শস্ত জোগে' স্থলে 'সত্য জোগে' (যুগে) ঐ

১৫ পৃষ্ঠা—১৪২ পদে—'যোনি পদ্মে' স্থলে 'যোনি পথে' ঐ

১৭ পৃষ্ঠা—১৬০ পদে—'পত্নী স্থানে' স্থলে 'পত্নী তরে' ঐ

১৮ পৃষ্ঠা—১৭১ পদের পাঠান্তর—

ভয় নাই মহামাই হাসিয়া বলিছে।
সেই হাসি কথ রাশি অমিয়া স্রবিছে॥

১৮ পৃষ্ঠা—১৭৫ পদে—

'শশি মনে (?)' স্থলে 'শশি মালে' এবং 'অক্ষিমত' স্থলে 'অবিমত' (অভিমত ?) পাঠান্তর।

১৯ পৃষ্ঠা—১৮১ পদে পাঠান্তর—

দিলা তূর্ণ ধন পূর্ণ যুগল কলস।
ধন পাইয়া ব্যাধ ভাইয়া পূর্ণিত মানস॥

২১ পৃষ্ঠা—১৯৭ পদের পাঠান্তর—

কোতোআল তরে দুর্গা দিলা শুভমতি।
কুঞ্জরে চড়াইয়া ... ... ইত্যাদি॥

২১ পৃষ্ঠা—২০২ পদে—
'নিগড় জয় কেতু' স্থলে 'নিগড় জন্ত্রণা কেতু'—পাঠান্তর
২১ পৃষ্ঠা—২০৩ পদে—'মরিতে' স্থলে 'মারিতে' ঐ
২২ পৃষ্ঠা—২০৬ পদে—'ভয় পাব হে' স্থলে 'ভব অপার হে' ঐ
২২ পৃষ্ঠা—২০৯ পদে—'রহিছেন' স্থলে 'বলিছেন' ঐ
২৩ পৃষ্ঠা—২১৩ পদে—'দেবী পাএ' স্থলে 'দেবী গাএ' ঐ
২৩ পৃষ্ঠা—২১৬ পদে—'চিন্ত' স্থলে 'চিত্তে' ঐ
২৩ পৃষ্ঠা—২১৭ পদের—ঐ

* * * *

তিন চক্ষু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।
দন্ত করি করমর কহে দেবী সিঅর
শুন বেটা অবুধ (অবোধ) কলিঙ্গ॥

২৩ পৃষ্ঠা—২১৯ পদে—
'ক্ষেণে শামা ক্ষেণে ধাম' স্থলে 'ক্ষেণে স্যাম ক্ষেণে দাম' ঐ

২৪ পৃষ্ঠা—২২১ পদের ঐ

আমারে নাকি এমন দিন হইল।
দুরের মানস ... ... ইত্যাদি॥

২৪ পৃষ্ঠা—২২২ পদে—'বীরবরে' স্থলে 'বীর তরে' ঐ

২৫ পৃষ্ঠা—২৩২ পদের—ঐ

সদয় হইয়া বোলে কালকেতু প্রতি।
কৈলাসে জাইতে ... ... ইত্যাদি।

২৫ পৃষ্ঠা—২৩৮ পদের—ঐ

* * * *

ছন্নমতি ধন পতি রে হইল ইসাদ॥ (?)

২৮ পৃষ্ঠা ২৫৮ পদের পাঠান্তর—

জাত্রা করিআ সাধু বাহির হইলা।

লহনার হস্তে … … … ইত্যাদি।

২৮ পৃষ্ঠা—২৬৬ পদে—'লহনা এ যুক্তি' স্থলে 'লহনা কুযুক্তি' ঐ

২৯ পৃষ্ঠা—২৭৫ পদে—

'শুনিয়া' স্থলে 'মানিয়া' এবং 'কম্পিয়া' স্থলে 'কোপিআ' ঐ

২৯ পৃষ্ঠা—২৭৯ পদের—ঐ

জাগিআ খুলনা রামা চারিদিকে চাহে।

একটি ছাগল … … … ইত্যাদি।

৩২ পৃষ্ঠা—৩০১ পদের—ঐ

লহনা কহনা … … বড়াই।

শুইছ ঘরে খুলনারে অরণ্যে পাঠাই ॥

৩৪ পৃষ্ঠার গীতটি 'কোড়া রাগে' গেয়।

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৩৮ পদে—'সল্লা' স্থলে 'সন্ধান' ঐ

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৩৯ পদে—'চিকে' স্থলে 'চিবুকে' ঐ

৩৫ পৃষ্ঠা—৩৪৩ পদে—'ভাকিয়া' স্থলে 'থাকিয়া' ঐ

৩৬ পৃষ্ঠা—৩৫১ পদে—'কভু' স্থলে 'জন্তু' ঐ

৩৭ পৃষ্ঠা—৩৬০ পদে—'পুনি' স্থলে 'বাণী' ঐ

৩৭ পৃষ্ঠা—৩৬৩ পদে—'ভোগে' স্থলে 'রসে' ঐ

৩৮ পৃষ্ঠা—৩৬৭ পদে—'চন্দ্রের কিরণ' স্থলে 'চন্দ্রের গমন' ঐ

৪০ পৃষ্ঠার 'ঘোষা'র পাঠান্তর।

ত্রাহি ত্রাহি মাং ত্রাহি।

দুধের বালক হনে তেজ প্রপঞ্চাই ॥

৪২ পৃষ্ঠা ৪০৪ পদে—'মহিমা অপার' স্থলে 'মহিমা পার' পাঠান্তর—

৪২ পৃষ্ঠা—৪০৭ পদে—'তারিণী' স্থলে 'তরণী' ঐ

৪৬ পৃষ্ঠা—৪৩৬ পদের ঐ

তৈলের পসার … … শিবা।

এথ অমঙ্গলে দুঃখ না ঘটএ কিবা ॥

৪৭ পৃষ্ঠা—৪৪২ পদে—'ব্রহ্মরুদ্রে' স্থলে 'ব্রহ্মরন্ধ্রে'—পাঠান্তর

৪৭ পৃষ্ঠার 'রাগ মল্লার' স্থলে 'রাগ 'মেঘ মল্লার' ঐ

৫০ পৃষ্ঠা—৪৬০ পদে—'ছলমতি' স্থলে 'ছন্নমতি' ঐ

৫০ পৃষ্ঠা—৪৬৬ পদে—'মানস মানস' স্থলে 'লালস মানস' ঐ

৫০ পৃষ্ঠার 'রাগ' স্থলে 'শ্রীরাগ' ঐ

৫০ পৃষ্ঠা—৪৬৭ পদে—'পুনি' স্থলে 'বাণী' ঐ

৫১ পৃষ্ঠা—৪৭৫ পদে "অপরাধ কৈলুম রাজা চিত্তকর শান্ত" এই চরণের পর—

দেবীর কপটে সাধু না পাএ সিদ্ধান্ত ॥
অব্যর্থ রাজার আজ্ঞা নাহিক খণ্ডন।
কারাগারে সাধু নিআ করিল বন্ধন ॥
শিব শিব জপ সাধু মুক্তারামে গাএ।
বন্দন মোচন পুনি সদয় হইলেন মাএ ॥

ইতি মঙ্গলবার বেহান পালা সমাপ্তঃ। প্রথম পূর্ব্ব গণেশ বন্দনাদি ক্রমে গায়ন করিআ দেবীর প্রস্তাপ আরম্ভিব।

ঘোষা।

মাতা ভকতবৎসলা।
সেবক সদয় মাতা অখিল মঙ্গলা ॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
উজানীতে খুলনার শুন বিবরণ।
দশ মাস গর্ভ রামা হইল পুরণ ॥
ভোজন করিয়া রামা শুইআছে ঘরে।
হেন কালে গর্ভ বেথা আসিআ সঞ্চরে ॥
কৈলাসেতে নারায়নী জানি সহসাএ।
প্রসব সঙ্কটে মাতা হইলা সহায় ॥

শুভক্ষণে খুলনার কুমার জন্মিল।
নারীগণে উলু উলু জয়কার দিল॥
নানাবিধ মহোৎসবে আছে সর্ব্বজন।
ষষ্ঠীরূপ ধরে চণ্ডী বুঝিবারে মন॥
গৌরীপদ নখচন্দ্র সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

মহামাএর মহিমা অপার।
তুম্হি সে তোমারে জান কে জানিবো আর॥ ধুয়া।
পালঙ্গির তলে দুর্গা ছিরারে রাখিলা।
খুলনারে স্বপ্ন কহিতে সিঅরে বসিলা॥
সর্ব্বদা পূজএ চণ্ডী না পূজ আমারে।
ছিরারে খাইমু অখন কহিল তোমারে॥
চৈতন্য পাইয়া রামা না দেখে শ্রীঅমন্ত।
অথেক কান্দএ রামা তাহা নাহি অন্ত॥
তা দেখিআ নারায়ণী মায়া সম্বরিছে।
ওহাঁ ওহাঁ করি শিশু তখনে কান্দিছে॥
ভক্তের চরিত্র দেবী বুজে নানা মতে।
ভণে ক্ষীণমতি মুক্তারাম অনুগতে॥

ঘোষা।

গোপাল আমার ননীর পোতলি।
অভাগী জসোদা ডাকে আইস আইস বলি॥
রৌদ্রে উনাইয়া জাদু আইসে ঢলি ঢলি।
দেখিআ অভাগীর আখি ফুটি পড়ে জালি॥ ধুয়া।

আদি শকতি ইত্যাদি।

পুত্র পাইআ খুলনার সানন্দিত মন।
ছয় দিনে পূজে ষষ্ঠী দেবতা চরণ॥
শ্রীঅমন্ত রূপ কিছু কহন না জাএ।
ভুবন মোহন ছিরা বাড়িতে সে জাএ॥
ক্রমে ক্রমে হইল পঞ্চ বরিসক বেলা।
ছাওআল না রাটে বনে খেলাইতে খেলা॥
কর্ণভেদ (বেধ) আদি কৈল কঠিনী প্রদান।
পঠিবারে দিল তারে গুরু বিদ্যমান॥
শাস্ত্রেত পারগ হইল দ্বাদশ বরিসে।
আর দিন শিশু সঙ্গে খেলে হাস্যরসে॥
গুরুএ বলিল কোপে কর্কশ বচন।
তবে নি জানহ জারজ পিতা কোন জন॥
তা শুনিআ শ্রীঅমন্ত লজ্জা পাইয়া রহে।
শয়নমন্দিরে গিয়া নিদ্রা ছলে শোএ॥
খুলনা না জানে ঘরে আসিছে শ্রীঅমন্ত।
নগরে বাজারে খোজে নাহি পাএ অন্ত॥
নগরে খুলনা রামা কান্দে উচ্চ স্বরে।
লহনাএ বোলে ছিরা মৈল কথাকারে॥
তা শুনিআ শ্রীঅমন্ত বাহিরে গমন।
লজ্জা পাইয়া লহনাএ ডাকিছে খুলনা॥
পুনর্ব্বার শ্রীঅমন্ত গৃহমধ্যে শুইল।
খুলনা আসিআ তথা পুত্র কোলে লৈল॥
খুলনাএ বোলে কেনে মনে ভাব তাপ।
শ্রীঅমন্তে বোলে মাও কোথাএ মোর বাপ॥
খুলনা আনিআ দিল ওই পত্রখান।
শ্রীঅমন্তে পঠে তাহা হইআ সাবধান॥
পঠিআ পাইল ছিরা পিতার নির্ণয়।

বিলম্ব হইলে জাইতে পাটনে নিশ্চয় ॥
শ্রীঅমন্তে বোলে মাও আম্মা না জানাই।
নিশ্চিন্তে রহিছ স্বামীর উদ্দেশ না লই ॥
পুত্র হইলে বাপ আজ্ঞা জে করে লঙ্ঘন।
হেন পুত্র পৃথিবীতে বিফল জীবন ॥
পাটনে জাইমু মাও শুনহ বচন।
তা শুনিআ খুলনাএ যুড়িল ক্রন্দন ॥
দুখের ছাওআলে মোরে হেন কথা কহে।
পিতার উদ্দেশে মুই জাইমু নিশ্চয়ে ॥
এথাকার যুক্তি দেবী তখনে জানিয়া।
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে কহে ডিঙ্গা সাজাও গিয়া ॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥

লাচাড়ি—পটমঞ্জরী রাগ।

দেবীর আজ্ঞাএ বিসাই ভ্রমরার ঘাঠে জাই
সপ্ত ডিঙ্গা রচিল সুন্দর।
আচম্বিত দেখি নাও শ্রীরা ডাকে মাও মাও
কার সপ্ত নাওরা আসিছে।
কুমারে ডাকিছে জবে খুলনা আসিআ তবে
পতি আশে নাও নিরক্ষিছে ॥
গগনেত দেবী কহে সাধুর নাওয়া নহে
এই নৌকা বিসাইর গঠন।
মনেত না কর ভয় আমি আছি সদয়
শ্রীঅমন্ত জাউক পাটন ॥

শ্রীয়া রহিআ শুনি জনম সাফল গুনি
নৃপস্থানে তখনে চলিল।
মাএত বিদায় হইআ ধনরত্ন বহু লইআ
বহু বস্তু ডিঙ্গাতে তুলিল॥
এথাএ খুলনা রামা পুত্র নিরাপদ কামা
চণ্ডিকা পূজএ বহু ভক্তি।
তবে খুলনার তরে অষ্ট দূর্ব্বা লইআ করে
সাক্ষাতে বলিলা আদি শক্তি॥
হের অষ্ট দূর্ব্বা নেয় শ্রীঅমন্তের তরে দেঅ
বিপদেতে স্মরিতে আজ্ঞাএ।
চিন্তি সাধুর কল্যাণ হইলা মাতা অন্তধান (অন্তর্দ্ধান)
পদাম্বুজে মুক্ত অলি ধাএ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

খুলনাএ বোলে ছিরা জাইবা রে ছাড়িয়া।
বিপদে স্মরিঅ চণ্ডী অষ্ট দূর্ব্বা লইয়া॥
প্রথম শুনহ পুত্র ভেটিঅ নৃপতি।
পাত্র মিত্র সম্ভাসিঅ করিআ পিরীতি॥
পদ্মিনী আসিবো তোমা বুজিবারে আশা।
মাত্রি বুদ্ধি তা সবারে করিব সম্ভাস॥
বাম পাও স্থূল সাধুর ডাইন চক্ষু হানি।
নাম গ্রাম জিজ্ঞাসিআ দিঅ পত্রখানি॥
শিশু বুদ্ধি না চিনিআ বাপ বোল কারে।
চন্দ্রাদিত্য সম খোটা রাখিবা আন্ধারে॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

ইন্দ্রেরে বলিলা আই মকরার ঘাটে জাই
মেঘ লৈআ কর বরিসন।
ইন্দ্র আজ্ঞাএ মেঘ সবে ঘন ঘন ঘন রবে
অন্ধকার করিল গগন॥
বিপরীত ঝড় বা লঙ্গর ছিড়িল না
তৃণ হেন ঘুমাএ সাগরে।
ভয়ে ভীত হইয়া মন ভাবি মাএর চরণ
কান্দে শ্রীপতি সদাগরে॥
রাখ রাখ বোলে মাতা ভকত কলপলতা
গগনেত হইল প্রকাশ।
কহে মুক্তারাম সেনে এ ভব সাগর হনে
উদ্ধার করহ নিজ দাস॥

মালসী।

দেখি দীনদয়াময়ি উদ্ধার হে।
তরিতে না পারি ভব অপার হে॥
আদি শকতি ইত্যাদি।
মকরা বাহিআ নদী সঙ্গমে উত্তরে।
কড়িআ দহে কড়ি বন্দী কৈলা সদাগরে॥
শঙ্খ বন্দী করে সাধু শঙ্খদহে গিআ।
জোগাদহ সীমাদহ প্রকারে ছাড়িআ॥
কাথরা দেখিআ সাধু মনে ভয় পাএ।
দুগ্ধ ছাগল দিআ তরনী ছোড়াএ॥
অনেক বাহিআ নদী কালীদহে গতি।
ডিঙ্গাএ চড়িআ সাধু তথাএ উপনীতি॥
গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

রাগ—তুরি।

কেলি-কমলে গো ত্রিপুরসুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা   কথ অরুণ ঘটা
শিব যোগীয়া মন মোহে॥
পীযূষ সাগরে   শিব আসন পরে
সুর বিটপী চারি ভিতে।
কুসুম ধনু শর   এই ভবিৎ (?)
পাশ অঙ্কুশ কর
ভকত মানস স্থিতে॥
শলিত তিন আখি   ভোলিত পতি রাখি
অন্তর মন ভবরসে।
কি শোভা পতি সঙ্গে   রঙ্গে পৈতঙ্গ (প্রত্যঙ্গ ?) অঙ্গে
বিলসদহু প্রেম রসে॥
জেন অরুণ শশী   এক মণ্ডলে মিসি
উকীত প্রেম রসালে।
সে পদ পঙ্করুহে   মন মধুপ মহে (মোহে)
স্মোরএ সেন হরিলালে॥

আদি শকতি দুর্গা স্মরিয়া বিসমে।
জার গুণ গাএ বেদ আগমে নিগমে॥
ত্রিলোক্য মোহিনী রামা হৈল্য নারায়ণী।
কালীদহের জল মধ্যে বিহরে নলিনী॥
কমলের আভরণ কমলের মন্দির।
মকরন্দ আশে অলি সদায়ে অস্থির॥
নবীন যৌবনী রামা সঙ্গে সহচরী।
কুঞ্জর ধরিয়া খায়ে মায়া অবতরি॥

কথ লীলা করে দেবী সাধুর দৃষ্টিতে।
মৃগরাজে রাজ্য করে নলিনী বনেতে॥
বুদ্ধিমন্ত শিবা তান মন্ত্রী সহচর।
সেনাপতি অগ্রবর্ত্তী মত্ত করিবর॥
শৃঙ্গধারী বীর সব মহিষের গমন (গণ ?)।
একে একে তিন বাসী মৃগেন্দ্র সদন॥
ব্যাঘ্র পদাতি পতি রাজ অগ্রগণ্য।
কুরঙ্গ শূকর আদি লইআ নিজ সৈন্য॥
ক্ষুদ্র শিবাএ নিজ শব্দে বাদিত্য বাজাএ।
শশক মার্জ্জার অজা রঙ্গে নাচে গাএ॥
পণ্ডিত হইয়া ভেক বসিছে সভাএ।
নাগ ফণাএ ছত্র ধরে রাজার মাথাএ॥
রাজার শাসনা রাজ্যে দেবী অঙ্গীকারে।
অন্যায় করিতে কারে কেহো নাহি পারে॥
ডিঙ্গাএ থাকিআ তাহা দেখি শ্রীঅপতি॥
কর্ণধার তরে কহে হইআ ভীত মতি॥
কর্ণধারে বোলে বাপু আক্ষারা নহি দেখি।
জদি বা রাজাতে কহ আক্ষারা নহি সাক্ষী॥
ডিঙ্গা সব তথা হনে ত্বরাএ বাহিল।
নাগরাজে ক্কাঠি দিআ সিংহলে লাগাইল॥
বাজনা শুনিয়া রাজা শুনে পরমাদ।
দ্বারেত কপাট দিআ মাগাএ সম্বাদ॥
বাবাই আসিয়া সাধুর লইআ পরিচয়ে।
সাধুর শিরত্রাণ নিয়া রাজার তরে কহে॥
রাজা নহে সাধুপুত্র নাগরা বাজাএ।
ভণে মুক্তারাম শুনি হরিস রাজাএ॥

———

রামক্রিয়া—রাগ।

ডিঙ্গা ছাকাইয়া সাধু নগরে উঠিল।
সিংহল পদ্মিনী বহু সাধু পরীক্ষিল॥
নিজ অঙ্গ নিরক্ষিআ রাজপুরে গতি।
রাজ ভেট নানা বস্তু লইয়া সঙ্গতি॥
রাজসভা দেখে সাধু কি তার উপাম।
প্রথমে রাজারে গিয়া করিল প্রণাম॥
সভাসদ দ্বিজগণ পাত্র মিত্রগণ।
সম্ভাসএ শ্রীঅপতি প্রতি জনে জন॥
বসিবারে আজ্ঞা কৈলা কটাক্ষে রাজার।
কর জোরে আগু হৈল সাধুর কুমার॥
বহু মূল্য রত্ন নিআ রাখে দৃষ্টি গতি।
পরিচয় জিজ্ঞাসিলা আপনে ভূপতি॥
শ্রীঅমন্ত রূপে রাজা পড়ি গেল ভোলে।
মনুষ্য না হয়ে সাধু ভণে হরিলালে॥

রাগ—সুহি।

সাধু পরিচয় কহে উজানী বসতি হএ
পিতা মোর ধনপতি নাম।
মম নাম শ্রীঅপতি গন্ধ বণিক জাতি
অগর চন্দন কুলাই রাজ কাম॥
বিক্রমকেশরী রাজে চামর চন্দন কাজে
পাঠাইছেন তোমার পাটন।
রাজা বোলে ধন্য সাধু বচনে রচিআ মধু
বাসা কর সাধুর নন্দন॥

দিলা দুর্গা বিমতি পাত্রে বোলে শ্রীঅপতি
কোন কোন বাক বাহি আইলা।
সাধু বোলে পাত্রবর বিস্মরণ বাক্য মোর
তুম্মি অখন (চিত্তে) ঘটাইলা॥*
অনেক বাহিয়া নদী কালীদহে আইলুম জদি
পদ্মিনী নলিনী বনে রহে।
অবহেলে গজ গিলে হিংসক হিংসকে মিলে
দেখি রাজা পাইলুম বিস্ময়ে॥
দেবীর চরণ সিন্ধু তাহে নখ জেন ইন্দু
উপজিআ গগনে উলিছে।
মুক্তারাম দুইটা আখি চকোর চকোরী পাখী
সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে॥

লাচাড়ি।

পাত্রগণে বোলে ভাই তবে সে পত্যঅ পাই
প্রতিজ্ঞা করহ দেখাইতে।
শ্রীঅনন্ত বোলে তবে সত্য বাক্য শুন সবে
জদি কন্যা নহে নলিনীতে॥
সপ্ত ডিঙ্গার ধন জন এহাতে করিলুম পণ
দক্ষিণ মসানে বলি দিঅ।

* * *

ক্রোধে বোলে নৃপবর শুন বেটা সদাগর
জদি হএ অধ্যক্ষ হইমু।

---

* মূলে 'ঘটাইলা চিত্তে' ছিল।

*　　*　　*

এই মতে সত্য করি　　চলে সবে নৌকাএ চড়ি
উপস্থিত কালীদহের পানি।

*　　*　　*

নিরক্ষিআ সবে চাহে　　তরঙ্গ দেখিতে পাএ
এহা বহি না দেখে কমল।

*　　*　　*

রাজ্ঞা মল মূত্র সঙ্গ　　সে নি দেখে দৈবী অঙ্গ
কোপ আখি সাধুরে চাহিল।
ছিরাএ বলিল পাছে　　জোআরে ডুবিআ আছে
তা শুনিআ নৌকা ছাপাইল॥
ভাটা বহি গেল যদি　　সকলে নিরক্ষে নদী
না দেখিআ কোপে নরপতি।
জিনিলাম সদাগর　　বান্ধি লঅ সত্বর
শুনিআ ত্রাসিত শ্রীঅপতি॥
রাজ আজ্ঞাএ কোতোআলে　　সাধুর নাএ উঠে ফালে *
হস্তে গলে সাধুরে বান্ধিল।
সেন মুক্তারামে গাএ　　ভাবিয়া অভয়া পাএ
দাড়ি মাঝি অনেক কান্দিল॥

রাগ—কহু।

নাথহে কি লাগি ডুবিলুম ভবে আসি।
অপরে কি হবে জানি নাথ হে।
মিছা মায়া আবরিয়া　　নাম নৌকা না ধরিয়া
হেলাএ হারাইলাম ধন রাশি॥ (ধুআ।)

---

* ফালে—লাফে।

নিবর্ত্তিআ দণ্ডধর সিংহলে চলিল।
রত্নময় সিংহাসনে হরিসে বসিল॥
যুগপাণি কোতোয়ালে করে নিবেদন।
কোথাএ রাখিমু প্রভু সাধুর নন্দন॥
রাজা বোলে দক্ষিণ মোসানে বলি দেঅ।
রাখি তারে কার্য্য নাই এই ক্ষণে নেয়॥
শুনিয়া সাধুর ছালিআ * করে জোর হাত।
বিধাতা পাসণ্ড মোরে ক্ষেম নরনাথ॥
কিঙ্কর করিআ মোরে রাখ মহারাজ।
শরণাগতেরে বধ যুক্ত নহে কাজ॥
দশনেত ত্রিন (তৃণ) লই থাও দেখি চোয়ার।
তবে সে প্রতিজ্ঞা দোষ ক্ষেমিএ তোহ্মার॥
শ্রীঅমন্তে বোলে মিথ্যা কেমনে কহিমু।
অল্প জীঅন লাগি নরকে পচিমু॥
দেবতা চরিত্র ছিরা মিথ্যা নহি জানে।
দেবী উদ্ধারিবো হেন মুক্তারামে মানে॥

রাজা পদ্মিনী নলিনী দলে সত্য সত্য বাণী।
অথনে আছিল কন্যা কথাএ গেল জানি॥
সেই কমলিনীরূপ অথনেহ সোঅরি (স্মরি)।
উড়ে পড়ে কথ শত ভ্রমরা ভ্রমরী॥
মুই ত ন জানম সেই ঠেকাইবো প্রমাদ।
পত্যাঅ হইআ রাজা ক্ষেম নরনাথ॥
রাজা বোলে এই বেটা সদাগর নহে।
প্রপঞ্চনা (প্রবঞ্চনা) পাতিয়া ত সত্য হেন কহে॥

* ছালিয়া—ছেলে, পুত্র।

বান্ধিআ এহারে কোতোআল নেয় সাবধানে।
বিলম্ব না জুআএ কার্য্য কাট নি মোসানে॥
শ্রীঅমন্তে বোলে রাজা দৈবে সে মরণ।
শুন কহি জাই রাজা নিশির স্বপন॥
অরুণ উদয় কালে স্বপ্ন দেখিলুম।
মহামাংস খাই মুই উদর ভরিলুম॥
কুঞ্জর শুণ্ডেতে চড়ি পিষ্টেত চড়াএ।
খেনেকে ঘোটকে চড়ি ক্ষেণে চড়ি নাএ॥
দ্বিজবর অশ্ব দেখি লক্ষণা যুবতী।
মুখ বিস্তারিআ খায় * সব বসুমতী॥
অপরাধ ক্ষেম রাজা জানি তার মর্ম্ম।
বিনি দোষে মার জদি হইবো অধর্ম্ম॥
অতি ক্রোধে নরপতি কোতোআলেত কহে।
মসানেত কাট তারে হইআ নির্দ্দয়ে॥
তা শুনিআ কোতোআলে নিআছে ঠেকাএ।
সিংহলের লোকে দেখি শোকে মূর্চ্ছা পাএ॥
ছিরা দেখি হাহাকার করে পুত্রবতী।
কেমন নিষ্ঠুর হিআ হএ নরপতি॥
মোসান ভূমিতে কোতোআল ছিরারে রহাএ।
সেই স্থল দেখি ছিরা মনে ভয় পাএ॥
দিবসেতে তমোময় নাহিক প্রকাশ।
কিনি কিনি শব্দ করি ডাকএ পিশাচ॥
নরমুণ্ড খাএ ছিড়া শব্দ ঠনঠনি।
চীৎকার শবদে দানব করে হানাহানি॥
সজীব শরীরে সাধুর মৃতা সমতুল।
মনে আর্ত্তনাদ করে নাহি পাএ কুল॥

---

* শব্দটি 'খাস বা শুসে' (শোষে) ও পড়া যায়।

কাণ্ডার ডাকএ সাধু ইঙ্গিত করিআ।
গলাগলি হইআ কান্দে মাথে হাত দিআ॥
গৌরীপদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

করুণ।

নিজ দেশে জাও কাণ্ডার এথা না রহিঅ।
অভাগিআর নিবেদন মাঁয়েরে কহিঅ॥
ললাট লিখন মোর বিদেশে মরণ।
খণ্ডাইতে না পারে হরি হর ধাতা জন॥
কর্ম্ম ভোগ ভোগে শক্র ভগ হইআ গাএ।
জার জেই কর্ম্ম বন্ধ ভোগিলে সে জাএ॥
মাএরে কহিঅ জেন শোক ক্ষেমা দিআ।
গআতে দেআইতে পিণ্ড আমার লাগিআ॥
কান্দিআ কাণ্ডারে কহে রাখিঅ জে বাণী।
স্নান কালে দিঅ তুমি তর্পণের পানি॥
ভণে মুক্তারাম সেনে মূঢ় সদাগর।
অখনেহ মাও বাপ ইষ্ট দেব স্মর॥

ঘোষা।

হরি হরি বোল রাম রাম।
ভজিলেহ রাধা পদে অন্তকালের কাম॥
কাণ্ডার সহিতে আছে সাধুর নন্দন—ইত্যাদি।

৫৩ পৃষ্ঠা—৪৯৪ পদের পাঠান্তর—

মা মোরে কৃপা কর—

দশভূজা দেবী মহামাএ।

অধম কিঙ্কর……ইত্যাদি।

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৪ পদে—'কর্ম্ম বস্তা' স্থলে 'জন্মাবস্থা'—পাঠান্তর।

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৫ পদে—'নিস্তারিণী' স্থলে 'বিস্তারিণী' ঐ

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৬ পদে—'ফণিদহে' স্থলে 'ফণাদায়ী' ঐ

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৭ পদে—'গুণহতা' স্থলে 'গুণযুতা' ঐ

৫৪ পৃষ্ঠা—৫০৮ পদে—'সিদ্ধিধাত্রী' স্থলে 'সিদ্ধিদাত্রী' ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৪ পদে— ঐ

'ব্রাহ্মণী সঙ্গে' স্থলে 'ব্রাহ্মণী বেশে' ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৬ পদে—'মধ্যে' স্থলে 'মধ্যে মধ্যে'— ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৭ পদে—'অবিলম্বে' স্থলে 'অবলম্বি' ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫২৯ পদে—

'তোহ্মার পরিচয়ে' স্থলে 'আহ্মার পরিচয়ে' ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫৩০ পদে—'তার তরে' স্থলে 'ভাব তরে' ঐ

৫৬ পৃষ্ঠা—৫৩১ পদে—

'সতি নিষ্টাভাবে' স্থলে 'সতিনী স্বভাবে' ঐ

৫৭ পৃষ্ঠা—৫৩৪ পদের পাঠান্তর— ঐ

নানা তীর্থে সুখ চিত্তে অবলীলা ফিরি।

পুণ্য স্থলে নীলাচলে ভ্রমি উদয় গিরি— ॥

৫৭ পৃষ্ঠা—৫৪১ পদে—'পূজিয়াছে' স্থলে 'নিত্য পূজে'—পাঠান্তর।

৫৮ পৃষ্ঠা—৫৪৪ পদে—'ছাড় মায়া' স্থলে 'ছারকপালিআ' ঐ

৫৮ পৃষ্ঠা—৫৫০ পদে—

'অমুক শব্দ' স্থলে 'আপনার নাম' ঐ

৫৫৮ পৃষ্ঠা—৫৫৪ পদে—

'সিন্ধুজল আনি' * স্থলে 'সিন্ধুজবয়ানী' ঐ

এবং 'ইন্দুজবয়ানি' স্থলে 'ইন্দুজনয়ানি'— ঐ

---

* 'সিন্ধু জল আনি' স্থলে 'সিন্ধুজনআনি' হওয়া উচিত ছিল।

৬০ পৃষ্ঠা—৫৬৬ পদের পাঠান্তর—

ওই নাম অমিআ পান করে সদাগর।

কি করিব অস্ত্র তারে হইছে অমর॥

৬০ পৃষ্ঠা—৫৬৯ পদের পাঠান্তর—

মাতা কটাক্ষে হুঙ্কার ধ্বনি পুরন্তি।

মশানেতে মাত্রিগণ উরন্তি॥

---

৬০ পৃষ্ঠা—৫৭৫ পদে—'যুদ্ধ মনে' স্থলে 'যুদ্ধ মান'—পাঠান্তর।

৬০ পৃষ্ঠা—৫৭৭ পদে—'নাম রাখ' স্থলে 'পদে রাখ' ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮০ পদে—'শোভ হে' স্থলে 'খোভই হে' ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮৩ পদে—

'কার্পাসাম্বর হে' স্থলে 'কল্প শাখা ভুরু হে'

এবং 'লম্বা লম্বা' স্থলে 'লম্প' ঐ

৬১ পৃষ্ঠা—৫৮৫ পদে—

'সোপঞ্জনি' স্থলে 'সোভঞ্জনি' এবং

'তজ্য' স্থলে তচ্ছু' ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৫৯৩ পদে—'হেকায়ে' স্থলে 'কেহ বা' ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৫৯৯ পদে—'আত্তরূপ' স্থলে 'আত্মারূপ'— ঐ

৬২ পৃষ্ঠা—৬০০ পদে—'চিত্ত' স্থলে 'নিত্য' ঐ

৬৩ পৃষ্ঠা ৬০১ পদের পাঠান্তর—

কাহাকে সহায় তুমি ভব অনুরাগে।

তাহাকে প্রসন্ন ... ... ইত্যাদি।

৬৩ পৃষ্ঠা ৬০২ পদের পাঠান্তর—

জবে তুমি আত্মা সবে বিহর বিভাগে।

ভবে নিত্য চিত্ত সুখ মুক্তারাম মাগে॥

৬৬ পৃষ্ঠা—৬৪৮ পদে—'কে বাধিত' স্থলে 'অবাধিত'—পাঠান্তর।

৬৭ পৃষ্ঠা—৬৫৮ পদে—'ভাবনা'—স্থলে 'ভজনা'— পাঠান্তর

৬৯ পৃষ্ঠা—৬৮০ পদে—'দেখিয়া তবে' স্থলে 'দেখিয়া জবে'— ঐ

৭২ পৃষ্ঠা—৭০৮ পদে—'বিরথি' স্থলে 'বিরতি'— ঐ

৭৩ পৃষ্ঠা—৭১৬ পদের পাঠান্তর—নিকটেতে রহিলেক দেবীর বাম পাশে।

সেন মুক্তারামে ভণে ... ... ইত্যাদি।

৭৩ পৃষ্ঠা—৭১৯ পদে—'সে(ফল)' স্থলে 'সে জন'—পাঠান্তর।

৭৪ পৃষ্ঠা—৭২৬ পদে—'পাইতে' স্থলে 'গাইতে'— ঐ।

"ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরি পাঞ্চালি সমাপ্তঃ—ইতি সন ১১৮৩ মঘী তাং ৮ ভাদ্র বেহান বেলা পুস্তিকা লিখনং সমাপ্তঃ শ্রীভোলানাথ সেন॥" পত্রসংখ্যা ৩৬। পত্রাঙ্ক নাই। ১৪ × ৯ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। ইহার কতকটা শ্রীরামকিঙ্কর আইচ দাসের লেখা; আর কতকটার লেখক "শ্রীদর্পনারায়ণ পীং মুক্তারাম কাং (কানুনগো) সাং কানগোই পাড়া।" পুথির অধিকাংশই প্রাগুক্ত ভোলানাথ সেনের হস্ত-লিখিত।

চট্টগ্রাম।
১২ই ভাদ্র, ১৩২৩ সন।

আবদুল করিম